নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট
হাইকোর্ট বিভাগ
(ফৌজদারী আপীল অধিক্ষেত্র)
উপস্থিতঃ

বিচারপতি জনাব মোঃ আশরাফুল কামাল

ফৌজদারী আপীল নং ৯৯৫৪/২০১৯

মোঃ সেলিম আহমেদ

----সাজাপ্রাপ্ত-আপীলকারী।

-বনাম-

রাষ্ট্র ও অন্য

------প্রতিবাদীদ্বয়

সিনিয়র এ্যাডভোকেট মোঃ মুনসুরুল হক চৌধুরী সংগে

এ্যাডভোকেট মোহাম্মদ শফিকুল ইসলাম রিপন

---সাজাপ্রাপ্ত-আপীলকারী পক্ষে।

এ্যাডভোকেট এস,এম, জহিরুল ইসলাম

----- দুর্নীতি দমন কমিশন পক্ষে।

এ্যাডভোকেট মোঃ নুরউস সাদিক চৌধুরী, ডেপুটি এ্যাটর্নী জেনারেল

সংগে

এ্যাডভোকেট লাকী আক্তার, সহকারী এ্যাটনী জেনারেল

এ্যাডভোকেট ফেরদৌসী আক্তার, সহকারী এ্যাটর্নী জেনারেল

-- ২নং প্রতিপক্ষ পক্ষে।

শুনানী তারিখঃ ২৪.০৫.২৩, ০৪.০৬.২০২৩, ৩০.০৭.২০২৩, ৩০.১০.২০২৩ এবং রায় প্রদানের তারিখঃ ০৬.১১.২০২৩।

বিচারপতি জনাব মোঃ আশরাফুল কামালঃ

বিজ্ঞ বিশেষ জজ (সিনিয়র জেলা ও দায়রা জজ), বিশেষ জজ আদালত নং-৮, ঢাকা কর্তৃক বিশেষ মোকদ্দমা নং ০৩/২০১৮ (মেট্রো বিশেষ মামলা নং ৪৫/২০১৭, রমনা মডেল থানার মামলা নং ৪২, তারিখ ২২.০৮.২০১৬, এ,সি,সি, জি,আর, নং ৩৬১/২০১৬ হতে উদ্ভূত)-এ আসামী মোঃ সেলিম আহমেদ, পুলিশ পরিদর্শক (চট্টগ্রাম রেঞ্জে সংযুক্ত)কে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ এর ২৬(২) ধারার অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করে ২ (দুই) বছর বিনাশ্রম কারাদন্ডসহ ৩০,০০,০০০/- (ত্রিশ লক্ষ) টাকা অর্থদন্ড প্রদানের বিগত ইংরেজী ২৫.০৭.২০১৯ তারিখের রায় ও দন্ডাদেশের বিরুদ্ধে অত্র আপীল।

আপীলটি নিস্পত্তির লক্ষ্যে ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যেঃ-

অত্র মামলার বাদী মোহাম্মদ সিরাজুল হক, সহকারী পরিচালক, দুর্নীতি দমন কমিশন,

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		প্রধান কার্যালয়, ঢাকা আসামী জনাব সেলিম আহমেদ, পুলিশ পরিদর্শক, চট্টগ্রাম রেঞ্জ এ সংযুক্ত, পিতা: মরহুম আবুল হাসেম, গ্রাম: বালুরচর, বেপারীকান্দি, পো: কাদালপুর, থানা: গোসাইরহাট, জেলা: শরিয়তপুর, বর্তমানে ১১৪৩, নুরের চালা, কুইন্স গার্ডেন, থানা: ভাটারা, ডিএমপি, ঢাকার বিরুদ্ধে এ মর্মে এজাহার দায়ের করেন যে, দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকার নথি নং দুদক/বি: অনু: তদন্ত-১/মা:ল:প্র:/১১-২০১৬ অনুসন্ধানে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে জনাব সেলিম আহমেদ, পুলিশ পরিদর্শক জ্ঞাত আয়ের বহির্ভূত স্বনামে/বেনামে বিপুল পরিমাণ সম্পদ/সম্পত্তির মালিক হয়েছেন মর্মে দুনীতি দমন কমিশনের স্থির বিশ্বাস জন্মায় বিধায় তার নিজ নামে, তার উপর নির্ভরশীল ব্যক্তিবর্গের স্বনামে/বেনামে অর্জিত প্রকৃত সম্পদের পরিমাণ, অর্জনের পদ্ধতি/উৎস ও জ্ঞাত আয় বর্হিভূত সম্পদের পরিমাণ উদঘাটেনের জন্য তার যাবতীয় স্থাবর/অস্থাবর সম্পদ/সম্পত্তি, দায়-দেনা, আয়ের উৎস ও উহা অর্জনের বিস্তারিত বিবরণী আদেশ প্রাপ্তির ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে তাকে দাখিল করার জন্য দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকার স্মারক নং দুদক/বি:অনু: ও তদন্ত-১/মা:ল:প্র/১১-২০১৬/২৯৬৬৭ তাং ১৮/৭/২০১৬ খ্রি: মূলে নির্দেশ দেয়া হয়। উক্ত আদেশটি জারী করার জন্য জনাব মোঃ ছানাউল হক, কং-৩৯৪, দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকাকে নির্দেশ দেয়া হয়। উক্ত আদেশ (এক পাতা) ও সম্পদ বিবরণী ফর্ম নম্বর ০০০১৮৭৬ (তিন পাতা) জনাব সেলিম আহমেদ, পুলিশ পরিদর্শক সাক্ষী ১) জনাব হেলাল হোসেন, কং-৪৯০, ২) জনাব মোঃ আব্দুল জলিল মন্ডল, কং-৩৬৩ উভেয়েই দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর উপস্থিতিতে বিগত ২০/০৭/২০১৬ খ্রি: তারিখে গ্রহণ করেন। জনাব মোঃ ছানাউল হক, কং-৩৯৪, দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা বিগত ২০/৭/২০১৬ খ্রি: তারিখে উক্ত আদেশ এবং সম্পদ বিবরণী ফর্ম গ্রহণকারী ও সাক্ষীদের মূল স্বাক্ষর সম্বলিত সার্ভিস রিটার্ণ (জারির প্রমাণক) সহ জারির প্রতিবেদন দাখিল করেন। সম্পদ বিবরণী দাখিলের নির্ধারিত ৭ (সাত) কার্যদিবস বিগত ২/৮/২০১৬ খ্রি.: তারিখে শেষ হয়েছে। কিন্তু জনাব সেলিম আহমেদ নির্ধারিত সময়ে সম্পদ বিবরণী দাখিল করেননি। তাছাড়া তিনি সম্পদ বিবরণী দাখিলের জন্য সময়ের আবদেনও করেননি। জনাব সেলিম আহেমদ সম্পদ বিবরণীর নোটিশ প্রাপ্তির পরও নির্ধারিত সময়ে সম্পদ বিবরণী দাখিল না করে শাস্তিযোগ্য অপরাধ করেছেন। দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকার স্মারক নং-দুদক/বি:অনু: ও তদন্ত-১/মা:ল:প্র/১১-২০১৬/৩৪৭৩৬ তারিখ- ১৮/৮/২০১৬ খ্রি: মূলে জনাব সেলিম আহমেদ এর বিরুদ্ধে মামলা রুজুর অনুমতি প্রদান করা হলে আসামী সেলিম আহমেদ, পুলিশ পরিদর্শক, চট্টগ্রাম রেঞ্জ এর সংযুক্ত, পিতা: মরহুম আবুল হাসেম, গ্রাম: বালুরচর, বেপারীকান্দি, পো: কোদালপুর, থানা: গোসাইরহাট, জেলা: শরিয়তপুর বর্তমানে, ১১৪৩, নুরের চালা কুইন্স গার্ডেন, থানা: ভাটারা, ডিএমপি, ঢাকার বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন কমিশন থেকে সম্পদ বিবরণী দাখিলের নোটিশ প্রাপ্তির পরেও যথাসময়ে সম্পদ বিবরণী দাখিল না করার অপরাধে দুর্নীতি দমন কমিশন, ২০০৪ এর ২৬ (২) ধারায় রমনা মডেল থানায় ২২/০৮/২০১৬ খ্রিষ্টাব্দ তারিখ মামলা রুজু করা হয়।

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		মামলাটি রুজু হবার পর অত্র মামলার বাদীকেই অর্থাৎ মোহাম্মদ সিরাজুল হক, সহকারী পরিচালক, দুর্নীতি দমন কমিশন , প্রধান কার্যালয়, ঢাকাকেই মামলাটি তদন্ত ভার অর্পণ করা হয়। তিনি সরেজমিনে ঘটনাস্থল পরিদর্শন এবং সাক্ষীদের জিজ্ঞাসাবাদ করেন। অত:পর সাক্ষীদের জবানবন্দী ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬১ ধারা মোতাবেক রেকর্ড করেন। তার তদন্তকালে রেকর্ডপত্র ও প্রাপ্ত তথ্যাদি অনুসারে প্রাথমিকভাবে প্রমাণ পেয়েছেন যে, আসামী মোঃ সেলিম আহমেদ, পুলিশ পরিদর্শক এর বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন কমিশন কর্তৃক জারীকৃত সম্পদ বিবরণীর নোটিশ প্রাপ্তির পরও নির্ধারিত সময়ে সম্পদ বিবরণী দাখিল করেননি। এমতাবস্থায় দুর্নীতি দমন কমিশন এর অনুমোদনক্রমে আসামীর বিরুদ্ধে রমনা থানার অভিযোগপত্র নং ৪৬, তারিখ: ০৬/০২/২০১৭ খ্রিষ্টাব্দ, ধারা: দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ২০০৪ এর ২৬(২) শাস্তিযোগ্য ধারা দাখিল করেন। বিজ্ঞ মহানগর সিনিয়র বিশেষ জজ, ঢাকা বিগত ১৩/০৬/২০১৭ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে আসামীর বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ২০০৪ এর ২৬(২) ধারায় অপরাধ আমলে গ্রহণ করেন এবং ই/আর এর জন্য দিন ধার্যক্রমে পলাতক আসামীর প্রতি ডব্লিউ/এ ইস্যু করা হয়। কিন্তু পলাতক আসামী মোঃ সেলিম আহমেদ এর গ্রেফতারী পরোয়ানা জারী করা হলেও পুলিশ তাকে গ্রেফতার করতে সক্ষম না হওয়ায় বিজ্ঞ মহানগর সিনিয়র বিশেষ জজ, ঢাকা এর নিকট বিশ্বাস জন্মায় যে, আসামী অত্র মামলার বিচার এড়াইবার জন্য পলাতক রয়েছে এবং তাকে শীঘ্রই গ্রেফতার করা সম্ভব হবে না; তাই আসামী বিরুদ্ধে গেজেট বিজ্ঞপ্তি জারীর নির্দেশ দিলে বিগত ১০/০৯/২০১৭ খ্রিষ্টাব্দ তারিখ বিজ্ঞ মহানগর সিনিয়র বিশেষ জজ, ঢাকা গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্ত হন। অত:পর ২৩/১০/২০১৭ খ্রিষ্টাব্দ তারিখ মামলাটি দ্রুত বিচার ও নিষ্পত্তির জন্য বিশেষ জজ আদালত নং ৯, ঢাকায় প্রেরণ করলে বিজ্ঞ বিশেষ জজ মামলার নথি বিগত ০৫/১১/২০১৭ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে প্রাপ্ত হয়ে বিশেষ মামলা নং ২৫/১৭ হিসেবে রেজিষ্ট্রিভূক্ত ক্রমে ২৩/১১/২০১৭ খ্রিষ্টাব্দ তারিখ চার্জ শুনানীর জন্য দিন ধার্য করেন। উক্ত ২৩/১১/২০১৭ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে আসামীর বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ এর ২৬(২) ধারায় অীভযোগ গঠনক্রমে ২৪/১২/২০১৭ খ্রিষ্টাব্দ তারিখ সাক্ষীর জন্য দিন ধার্য করেন। আসামী পলাতক থাকায় গঠিত অভিযোগ আসামীকে পাঠ করে শুনানো সম্ভব হয়নি। উক্ত ২৪/১২/২০১৭ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে সাক্ষী পি.ডব্লিউ-১ ও পি.ডব্লিউ-২ এর জবানবন্দি গ্রহণ করে এবং ১২/০২/২০১৮ খ্রিষ্টাব্দ তারিখ সাক্ষী পি.ডব্লিউ-৩ ও পি.ডব্লিউ-৪ এর জবানবন্দি গ্রহণক্রমে বিজ্ঞ বিশেষ জজ মামলাটি শুনানীকালে বিব্রতবোধ করায় উহা বিচার ও নিষ্পত্তির জন্য এখতিয়ার সম্পন্ন আদালতে প্রেরণের জন্য নথিটি বিজ্ঞ মহানগর সিনিয়র স্পেশাল জজ আদালত, ঢাকা বরাবর প্রেরণ করলে বিজ্ঞ মহানগর সিনিয়র স্পেশাল জজ বিগত ২০/০২/২০১৮ খ্রিষ্টাব্দ তারিখ মামলাটি দ্রুত বিচার ও নিষ্পত্তির জন্য অত্র আদালতে প্রেরণ করেন। অত্র আদালত বিগত ০৫/০৩/২০১৮ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে মামলাটি প্রাপ্ত হবার পর বিশেষ মামলা নং ৩/১৮ হিসেবে রেজিষ্ট্রিভূক্ত করা হয়। অত:পর আসামীকে বিগত ১৩/১১/২০১৮ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে বিগত ২৩/১১/২০১৭ খ্রিষ্টাব্দ তারিখের গঠিত অীভযোগ

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

পাঠ ও ব্যাখ্যা করে শুনানো হলে আসামী নিজেকে নির্দোষ দাবী করে বিচার প্রার্থনা করেন।

অতঃপর বিজ্ঞ বিশেষ জজ (সিনিয়র জেলা ও দায়রা জজ), বিশেষ জজ আদালত-৮, ঢাকা কর্তৃক বিশেষ মোকদ্দমা নং- ০৩/২০১৮ শুনানী অন্তে বিগত ইংরেজী ২৫.০৭.২০১৯ তারিখে উপরিল্লিখিত রায় ও দন্ডাদেশ প্রদান করেন। উপরিল্লিখিত রায় ও দন্ডাদেশের বিরুদ্ধে অত্র আপীল।

আপীলকারী পক্ষে বিজ্ঞ সিনিয়র এ্যাডভোকেট সিনিয়র এ্যাডভোকেট মোঃ মুনসুরুল হক চৌধুরী বিস্তারিতভাবে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেন।

অপরদিকে দুর্নীতি দমন কমিশন পক্ষে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট এস,এম, জহিরুল ইসলাম বিস্তারিতভাবে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেন।

আপীলের দরখাস্ত এবং নথী পর্যালোচনা করা হলো। আসামী-আপীলকারী পক্ষে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট সিনিয়র এ্যাডভোকেট মোঃ মুনসুরুল হক চৌধুরী এবং দুর্নীতি দমন কমিশন পক্ষে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট এস,এম, জহিরুল ইসলাম এর বক্তব্য শ্রবণ করলাম।

গুরুত্বপূর্ণ বিধায় বিশেষ জজ আদালত নং- ৮, ঢাকা কর্তৃক বিশেষ মোকদ্দমা নং- ০৩/২০১৮-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ২৫.০৭.২০১৯ তারিখের রায় নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ

‘‘মামলার এজাহার, অভিযোগপত্র, অভিযোগ এবং রাষ্ট্রপক্ষের সাক্ষীদের সাক্ষ্য পর্যালোচনায় রাষ্ট্র/দুদক পক্ষের মামলা সংক্ষিপ্ত আকারে নিম্নরূপ:- অত্র মামলার বাদী মোহাম্মদ সিরাজুল হক, সহকারী পরিচালক, দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা আসামী জনাব সেলিম আহমেদ, পুলিশ পরিদর্শক, চট্টগ্রাম রেঞ্জ এ সংযুক্ত, পিতা: মরহুম আবুল হাসেম, গ্রাম: বালুরচর, বেপারীকান্দি, পো: কোদালপুর, থানা: গোসাইরহাট, জেলা: শরিয়তপুর, বর্তমানে- ১১৪৩, নুরের চালা, কুইন্স গার্ডেন, থানা: ভাটারা, ডিএমপি, ঢাকার বিরুদ্ধে এ মর্মে এজাহার দায়ের করেন যে, দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকার নথি নং-দুদক/বি:অনু: তদন্ত-১/মাঃল:প্র:/১১-২০১৬ অনুসন্ধানে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে জনাব সেলিম আহমেদ, পুলিশপরিদর্শক জ্ঞাত আয়ের বহির্ভূত স্বনামে/বেনামে বিপুল পরিমাণ সম্পদ/সম্পত্তির মালিক হয়েছেন মর্মে দুর্নীতি দমন কমিশনের স্থির বিশ্বাস জন্মায় বিধায় তার নিজ নামে, তার উপর নির্ভরশীল ব্যক্তিবর্গের স্বনামে/বেনামে অর্জিত প্রকৃত সম্পদের পরিমাণ, অর্জনের পদ্ধতি/উৎস ও জ্ঞাত আয় বর্হিভূত সম্পদের পরিমাণ উদঘাটনের জন্য তার যাবতীয় স্থাবর/অস্থাবর সম্পদ/সম্পত্তি, দায়- দেনা, আয়ের উৎস ও উহা অর্জনের বিস্তারিত বিবরণী আদেশ প্রাপ্তির ৭(সাত) কার্যদিবসের মধ্যে তাকে দাখিল

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		করার জন্য দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকার স্মারক নং- দুদক/বি:অনুঃ ও তদন্ত-১/মাঃল:প্র/১১- ২০১৬/২৯৬৬৭ তাং ১৮/৭/২০১৬ খ্রিঃ মূলে নির্দেশ দেয়া হয়। উক্ত আদেশটি জারী করার জন্য জনাব মোঃ ছানাউল হক, কং-৩৯৪, দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকাকে নির্দেশ দেয়া হয়। উক্ত আদেশ (এক পাতা) ও সম্পদ বিররণী ফর্ম নম্বর ০০০১৮৭৬ (তিন পাতা) জনাব সেলিম আহমেদ, পুলিশ পরিদর্শক সাক্ষী ১) জনাব হেলাল হোসেন, কং-৪৯০, ২) জনাব মোঃ আব্দুল জলিল মন্ডল, কং-৩৬৩, উভয়েই দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর উপস্থিতিতে বিগত ২০/৭/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে গ্রহণ করেন। জনাব মোঃ ছানাউল হক, কং-৩৯৪, দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা বিগত ২০/৭/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে উক্ত আদেশ এবং সম্পদ বিবরণী ফর্ম গ্রহণকারী ও সাক্ষীদের মূল স্বাক্ষর সম্বলিত সার্ভিস রিটার্ণ (জারির প্রমাণক) সহ জারির প্রতিবেদন দাখিল করেন। সম্পদ বিবরণী দাখিলের নির্ধারিত ৭ (সাত) কার্যদিবস বিগত ২/৮/২০১৬-খ্রিঃ অরিখে শেষ হয়েছে। কিন্তু জনাব সেলিম আহমেদ নির্ধারিত সময়ে সম্পদ বিবরণী দাখিল করেননি। তাছাড়া তিনি সম্পদ বিবরণী দাখিলের জন্য সময়ের আবেদনও করেননি। জনাব সেলিম আহমেদ সম্পদ বিবরণীর নোটিশ প্রাপ্তির পরও নির্ধারিত সময়ে সম্পদ বিবরণী দাখিল না করে শাস্তিযোগ্য অপরাধ করেছেন। দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকার স্মারক নং- দুদক/বি: অনুঃ ও তদন্ত-১/মা:ল:প্র/১১-২০১৬/৩৪৭৩৬ তারিখ-১৮/৮/২০১৬ খ্রি: মূলে জনাব সেলিম আহমেদ এর বিরুদ্ধে মামলা রুজুর অনুমতি প্রদান করা হলে আসামী সেলিম আহমেদ, পুলিশ পরিদর্শক, চট্টগ্রাম রেঞ্জ এর সংযুক্ত, পিতাঃ মরহুম আবুল হাসেম, গ্রাম: বালুরচর, বেপারীকান্দি, পো: কোদালপুর, থানা: গোসাইরহাট, জেলা: শরিয়তপুরত বর্তমানে, ১১৪৩, নুরের চালা কুইন্স গার্ডেন, থানা: ভাটারা, ডিএমপি, ঢাকার বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন কমিশন থেকে সম্পদ বিবরণী দাখিলের নোটিশ প্রাপ্তির পরেও যথাসময়ে সম্পদ বিবরণী দাখিল না করার অপরাধে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ এর ২৬(২) ধারায় রমনা মডেল থানায় ২২/০৮/২০১৬ খ্রিষ্টাব্দ তারিখ মামলা রুজু করা হয়। *মামলাটি রুজু হবার পর অত্র মামলার বাদীকেই অর্থাৎ মোহাম্মদ সিরাজুল হক, সহকারী পরিচালক, দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকাকেই মামলাটির তদন্ত ভার অর্পন করা হয়। তিনি সরজমীনে ঘটনাস্থল পরিদর্শন এবং সাক্ষীদের জিজ্ঞাসাবাদ করেন। অতঃপর সাক্ষীদের জবানবন্দি*

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬১ ধারা মোতাবেক রেকর্ড করেন। তার তদন্তকালে রেকর্ডপত্র ও প্রাপ্ত তথ্যাদি অনুসারে প্রাথমিকভাবে প্রমাণ পেয়েছেন যে, আসামী মোঃ সেলিম আহমেদ, পুলিশ পরিদর্শক এর বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন কমিশন কর্তৃক জারীকৃত সম্পদ বিবরণীর নোটিশ প্রাপ্তির পরও নির্ধারিত সময়ে সম্পদ বিবরণী দাখিল করেননি। এমতাবস্থায় দুর্নীতি দমন কমিশন এর অনুমোদনক্রমে আসামীর বিরুদ্ধে রমনা থানার অভিযোগপত্র নং-৪৬, তারিখ: ০৬/০২/২০১৭ খ্রিষ্টাব্দ, ধারা: দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ২০০৪ এর ২৬(২) শাস্তিযোগ্য ধারা দাখিল করেন। *বিজ্ঞ মহানগর সিনিয়র বিশেষ জজ, ঢাকা বিগত ১৩/০৬/২০১৭ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে আসামীর বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ২০০৪ এর ২৬(২) ধারায় অপরাধ আমলে গ্রহণ করেন এবং ই/আর এর জন্য দিন ধার্যক্রমে পলাতক আসামীর প্রতি ডব্লিউ/এ ইস্যু করা হয়। কিন্তু পলাতক আসামী মোঃ সেলিম আহমেদ এর গ্রেফতারী পরোয়ানা জারী করা হলেও পুলিশ তাকে গ্রেফতার করতে সক্ষম না হওয়ায় বিজ্ঞ মহানগর সিনিয়র বিশেষ জজ, ঢাকা এর নিকট বিশ্বাস জন্মায় যে, আসামী অত্র মামলার বিচার এড়াইবার জন্য পলাতক রয়েছে এবং তাকে শীঘ্রই গ্রেফতার করা সম্ভব হবে না; তাই আসামী বিরুদ্ধে গেজেট বিজ্ঞপ্তি জারীর নির্দেশ দিলে বিগত ১০/০৯/২০১৭ খ্রিষ্টাব্দ তারিখ বিজ্ঞ মহানগর সিনিয়র বিশেষ জজ, ঢাকা গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্ত হন। অত:পর ২৩/১০/২০১৭ খ্রিষ্টাব্দ তারিখ মামলাটি দ্রুত বিচার ও নিস্পত্তির জন্য বিশেষ জজ আদালত নং-৯, ঢাকায় প্রেরণ করলে বিজ্ঞ বিশেষ জজ মামলার নথি বিগত ০৫/১১/২০১৭ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে প্রাপ্ত হয়ে বিশেষ মামলা নং-২৫/১৭ হিসেবে রেজিষ্ট্রিভূক্তক্রমে ২৩/১১/২০১৭ খ্রিষ্টাব্দ তারিখ চার্জ শুনানীর জন্য দিন ধার্য করেন। উক্ত ২৩/১১/২০১৭ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে আসামীর বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ এর ২৬(২) ধারায় অভিযোগ গঠনক্রমে ২৪/১২/২০১৭ খ্রিষ্টাব্দ তারিখ সাক্ষীর জন্য দিন ধার্য করেন আসামী পলাতক থাকায় গঠিত অভিযোগ আসামীকে পাঠ করে শুনানো সম্ভব হয়নি। উক্ত ২৪/১২/২০১৭ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে সাক্ষী পি.ডব্লিউ-১ ও পি.ডব্লিউ-২ এর জবানবন্দি গ্রহন করেন এবং ১২/০২/২০১৮ খ্রিষ্টাব্দ তারিখ সাক্ষী পি.ডব্লিউ-৩ ও পি.ডব্লিউ-৪ এর জবানবন্দি গ্রহণক্রমে বিজ্ঞ বিশেষ জজ মামলাটি শুনানীকালে বিব্রতবোধ করায় উহা বিচার ও নিস্পত্তির জন্য এখতিয়ার সম্পন্ন আদালতে প্রেরণের জন্য নথিটি বিজ্ঞ মহানগর সিনিয়র স্পেশাল জজ আদালাত, ঢাকা বরাবর প্রেরণ করলে বিজ্ঞ*

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		মহানগর সিনিয়র স্পেশাল জজ বিগত ২০/০২/২০১৮ খ্রিষ্টাব্দ তারিখ। মামলাটি দ্রুত বিচার ও নিষ্পত্তির জন্য অত্র আদালতে প্রেরণ করেন। অত্র আদালত বিগত ০৫/০৩/২০১৮ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে মামলাটি প্রাপ্ত হবার পর বিশেষ মামলা নং-৩/১৮ হিসেবে রেজিষ্ট্রিভুক্ত করা হয়। অতঃপর আসামীকে বিগত ১৩/১১/২০১৮ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে বিগত ২৩/১১/২০১৭ খ্রিষ্টাব্দ তারিখের গঠিত অভিযোগ পাঠ ও ব্যাখ্যা করে শুনানো হলে আসামী নিজেকে নির্দোষ দাবী করে বিচার প্রার্থনা করেন। *আসামীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণের জন্য রাষ্ট্রপক্ষ চার্জশীটে উল্লেখিত ০৬ জন সাক্ষীর মধ্যে ০৫ জন সাক্ষীকে আদালতে উপস্থাপন করেন। রাষ্ট্রপক্ষের সাক্ষ্য গ্রহণ শেষে আসামীকে ফৌজদারী কার্যবিধির ৩৪২ ধারা মতে পরীক্ষা করা হলে আসামী নিজেকে নির্দোষ দাবী করে সাফাই সাক্ষী দিবেন ও কাগজপত্র Document দাখিল করবেন মর্মে মত প্রকাশ করেন ও লিখিত দরখাস্ত দাখিল করেন তা মঞ্জুক্রমে বিগত ১৫/০১/২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে আসামী মোঃ সেলিম আহমেদ এর আংশিক জবানবন্দি গৃহীত হয়। এবং ১১/০৭/২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ তারিখ উভয়পক্ষের যুক্তিতর্ক শ্রবণান্তে ২৫/০৭/২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ তারিখ রায় এর জন্য দিন ধার্য করা হয়। অত:পর বিগত ১৭/০৭/২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে অর্থাৎ অধার্য তারিখে আসামী পক্ষের বিজ্ঞ কৌশুলী একখানা দরখাস্ত দ্বারা লিখিত যুক্তিতর্ক ও আইন দাখিল করেন।* *রাষ্ট্রপক্ষের সাক্ষীকে আসামী পক্ষ কর্তৃক জেরা করার মাধ্যমে ও আসামীর দাখিলীয় লিখিত যুক্তিতর্ক হতে আসামীর যে আত্মরক্ষামূলক মামলার কাহিনী প্রকাশ পায় তা হলো এই যে, আসামী দুদকে সম্পদ বিবরণী দাখিল করেছে। আসামী ঐ ঘটনার সময় পুলিশের পরিদর্শক হিসেবে চট্টগ্রাম রেঞ্জ-এ কর্মরত ছিলেন। দুদকের অনুসন্ধান কর্মকর্তা তার নিকট মোবাইল ফোনে তাকে সম্পদ বিবরণী দাখিলের জন্য বলে। দুদক কর্তৃপক্ষ বরাবরে আসামী জানায় যে, তারা যেন পুলিশ কর্তৃপক্ষ বরাবরে চিঠি প্রদান করে। দুদক পুলিশ কর্তৃপক্ষ বরাবরে চিঠি না দেয়ায় পুলিশ আসামীকেঅনুমতি প্রদান না করায় আসামী সম্পদ বিবরণী দাখিল করতে পারেনি। তথাপি এ আসামী বন্ধের মধ্যে চট্টগ্রাম থেকে ঢাকায় এসে দুদক অফিসে গিয়ে সম্পদ বিবরণীর বর্ণনা দিলে দুদক অফিস তা রেকর্ড করে। আসামীর সম্পদের বর্ণনা দুদক কার্যালয়ে আছে। তাহাই সম্পদের হিসাব। আসামী অত্র আদালতে পুনরায় সম্পদ বিবরনী প্রদানে প্রস্তুত। তিনি ইচ্ছেকৃতভাবে কোন অন্যায় করেনি। সুযোগ না থাকায় অনিয়মা হতে পারে, তাই সে খালাসের হকদার।*

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		অত:পর রাষ্ট্রপক্ষের বিজ্ঞ বিশেষ পি.পি যুক্তিতর্ক শুনানীকালে উল্লেখ করেন যে, আসামীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় আসামী বর্ণিত ধারার অভিযোগে দন্ড পাবারযোগ্য। ***<u>বিচার্য বিষয়</u>*** ১। *অত্র মামলার আসামী সেলিম আহমেদ তার নিজ নামে, তার উপর নির্ভরশীল ব্যক্তিবর্গের নামে/বেনামে অর্জিত প্রকৃত সম্পদের পরিমান অর্জনের পদ্ধতি/উৎস ও জ্ঞাত আয় বহির্ভূত যাবতীয় স্থাবর/অস্থাবর সম্পদ/সম্পত্তি, দায়-দেনা, আয়ের উৎস ও উহা অর্জনের বিস্তারিত বিবরণী আদেশ প্রাপ্তির ০৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে দুর্নীতি দমন কমিশনের ছকে সচিব বরাবর দাখিলের নির্দেশ অমান্য করেছেন কিনা?* ২। *অত্র মামলার আসামী সেলিম আহমেদ দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ এর ২৬ (২) ধারার দন্ডনীয় অপরাধ করেছেন কিনা?* ৩। *রাষ্ট্রপক্ষ আসামীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছেন কিনা এবং আসামীকে উক্ত ধারায় শাস্তি দেয়া যায় কিনা?* ***<u>আলোচনা ও সিদ্ধান্ত</u>*** *আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুবিধার্থে ১-৩ নং বিচার্য বিষয় পরস্পর সম্পর্কযুক্ত বিধায় একত্রে নেয়া গেল।* *আসামীর বিরুদ্ধে রাষ্ট্র পক্ষের অভিযোগ এই যে, দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকার নথি নং-দুদক/বি:অনু: তদন্ত-১/মা:ল:প্র:/১১-২০১৬ অনুসন্ধানে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে জনাব সেলিম আহমেদ, পুলিশ পরিদর্শক জ্ঞাত আয়ের বহির্ভূত স্বনামে/বেনামে বিপুল পরিমাণ সম্পদ/সম্পত্তির মালিক হয়েছেন মর্মে দুর্নীতি দমন কমিশনের স্থির বিশ্বাস জন্মায় বিধায় তার নিজ নামে, তার উপর নির্ভরশীল ব্যক্তিবর্গের স্বনামে/বেনামে অর্জিত প্রকৃত সম্পদের পরিমাণ, অর্জনের পদ্ধতি/উৎস ও জ্ঞাত আয় বর্হিভূত সম্পদের পরিমাণ উদঘাটনের জন্য তার যাবতীয় স্থাবর/অস্থাবর সম্পদ/সম্পত্তি, দায়-দেনা, আয়ের উৎস ও উহা অর্জনের বিস্তারিত বিবরণী আদেশ প্রাপ্তির ৭(সাত) কার্যদিবসের মধ্যে তাকে দাখিল করার জন্য দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকার স্মারক নং-দুদক/বি:অনু: ও তদন্ত-১/মা:ল:প্র/১১- ২০১৬/২৯৬৬৭ তাং ১৮/৭/২০১৬ খ্রি: মূলে নির্দেশ দেয়া হয়। উক্ত আদেশে উল্লেখ করা হয় যে, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পদ*

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		বিবরণী দাখিল করতে ব্যর্থ হলে/মিথ্যা বিবরণী দাখিল করলে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ (২০০৪ সনের ৫নং আইন) এর ধারা ২৬ এর উপ-ধারা (১) মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে। আসামী সেলিম আহমেদ উক্ত আদেশটি বিগত ২০/০৭/২০১৬ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে স্বাক্ষর করে গ্রহন করেন। আসামী সেলিম আহমেদ দুর্নীতি দমন কমিশনে নির্ধারিত তারিখের মধ্যে তথা যথা সময় সম্পদ বিবরণী দাখিল না করে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ এর ২৬(২) ধারায় শাস্তিযোগ্য অপরাধ করেছেন। *রাষ্ট্রপক্ষের পরীক্ষিত সাক্ষী পি.ডব্লিউ-১, পি.ডব্লিউ-২, পি.ডব্লিউ-৩, পি.ডব্লিউ-৪, পি.ডব্লিউ-৫ এর সাক্ষ্য পর্যালোচনায় দেখা যায় পি.ডব্লিউ-১ হলো মামলার অনুসন্ধানকারী কর্মকর্তা ও বাদী, পি.ডব্লিউ-২ হলো কনস্টবল দুর্নীতি দমন কমিশন, পি.ডব্লিউ-৩ হলো ১৮/৭/২০১৬ খ্রিষ্টাব্দ তারিখের দুর্নীতি দমন কমিশন কর্তৃক সম্পদ বিবরণী দাখিলের নোটিশ ইস্যুকারী কর্মকর্তা, পি.ডব্লিউ- ৪ হলো কনস্টবল, যিনি কং মোঃ সানাউল হকের সাথে আসামী সেলিম আহমেদ এর বাসায় নোটিশ ইস্যু করতে যান। পি.ডব্লিউ-৫ হলো অত্র মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা।* *পাশাপাশি নথি দৃষ্টে রাষ্ট্রপক্ষের দাখিলী কাগজাদি প্রদর্শন-১, প্রদর্শন-২, প্রদর্শন-৩, প্রদর্শন-৪, প্রদর্শন-৫ পর্যালোচনায় দেখা যায় প্রদর্শন-১ হলো এজাহার। প্রদর্শন-২ হলো ৩৪৭৩৬ নং স্মারক মূলে অনুসন্ধানকারী কর্মকর্তা নিয়োগ সংক্রান্ত বিগত ১৮/০৮/২০১৬ খ্রিষ্টাব্দ তারিখের মামলা রুজু করার অনুমোদপত্র। প্রদর্শন-৩ হলো সম্পদ বিবরনী দাখিলের বিগত ১৮/০৭/২০১৬ খ্রিষ্টাব্দ তারিখের আবেদনপত্র। প্রদর্শন-৪ হলো মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ সংক্রান্ত বিগত ০৪/০৯/২০১৬ খ্রিষ্টাব্দ তারিখের ৩৬৭৯৮ নং স্মারকপত্র মূলে আদেশ। প্রদর্শন-৫ হলো আসামী বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র দাখিলের জন্য বিগত ২২/০১/২০১৭ খ্রিষ্টাব্দ তারিখের স্মারক নং-২৫৯৯ মূলে অনুমোদনপত্র।* *রাষ্ট্রপক্ষ উপরোক্ত অভিযোগ প্রমাণের জন্য ৫ জন সাক্ষীকে আদালতে উপস্থিত করেছেন।* *অত্র মামলায় রাষ্ট্রপক্ষ বাদী মোহাম্মদ সিরাজুল হককে পি.ডব্লিউ-১ হিসেবে পরীক্ষা করেন। উক্ত পি.ডব্লিউ-১ মোহাম্মদ সিরাজুল হক তার জবানবন্দিতে বলেন যে, "তিনি বর্তমানে দুর্নীতি দমন কমিশন প্রধান কার্যালয়, ঢাকায় সহকারী পরিচালক হিসাবে কর্মরত আছেন। গত ১১/৪/২০১৬ ইং তারিখে একই স্থানে একই পদে কর্মরত থাকাবস্থায় দুর্নীতি*

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকার নথী নং দুদক/বি: অনু তদন্ত-১/মা.ল:প্র:/১১-২০১৬/৩৪৭৩৬ নথীটা তার নামে অনুসন্ধানের জন্য হাওলা হলে তিনি অনুসন্ধানে প্রাপ্ত রেকর্ডপত্র পর্যালোচনা করে দেখতে পান যে, সেলিম আহমেদ, পুলিশ পরিদর্শক এর নামে জ্ঞাত আয় বহির্ভূত স্বনামে ও বেনামে বিপুল পরিমান সম্পদ/সম্পত্তির মালিক হয়েছেন ফলে দুর্নীতি দমন কমিশনের স্থির বিশ্বাস জন্মায় বিধায় তার নিজ নামে, তার উপর নির্ভরশীল ব্যক্তিবর্গের স্বনামে/বেনামে অর্জিত প্রকৃত সম্পদের পরিমান, অর্জনের পদ্ধতি/উৎস ও ভ্যাট আয় বহির্ভূত সম্পদের পরিমান উদঘাটনের জন্য তার যাবতীয় স্থাবর/অস্থাবর সম্পদ/সম্পত্তি, দায় দেনা, আয়ের উৎস ও উহা অর্জনের বিস্তারিত বিবরনী আদেশ প্রাপ্তির ৭ কার্যদিবসের মধ্যে তাহাকে দাখিল করার জন্য দুর্নীতি দমন কমিশন প্রধান কার্যালয়, ঢাকা স্মারক নং-দুদক/বি:অনু ও তদন্ত-১/মাঃল:প্র:/১১- ২০১৬/২৯৬৬৭, তারিখ: ১৮/৭/২০১৬ মূলে নির্দেশ দেয়া হয়। উক্ত আদেশটি জারী করার জন্য মোঃ সানাউল হক, কং-৩৯৪ দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকাকে নির্দেশ দেয়া হয়। উক্ত আদেশ ও সম্পদ বিবরনীর ফরম নং-০০০১৮৭৬ আসামী সেলিম আহমেদ, পুলিশ পরিদর্শক, উপস্থিত দুইজন সাক্ষী যথাক্রমে কং বেলাল হোসেন ও কং মোঃ আবদুল জলিল মন্ডল এর উপস্থিতিতে গত ২০/৭/২০১৬ ইং তারিখে নিজে স্বাক্ষর করে গ্রহন করেন। মোঃ সানাউল হক বিগত ২০/৭/২০১৬ ইং তারিখ উক্ত আদেশ এবং সম্পদ বিবরনীর ফরম গ্রহণকারী ও সাক্ষীদের মূল স্বাক্ষর সম্বলিত সার্ভিস রিটার্ন সহ জারীর প্রতিবেদন দাখিল করেন। সম্পদ বিবরনী দাখিলের নির্ধারিত ৭ কার্যদিবস বিগত ২/৮/২০১৬ ইং তারিখ শেষ হয়। কিন্তু আসামী সেলিম আহমেদ নির্ধারিত সময় সম্পদ বিবরনী দাখিল করেননি এবং তিনি সম্পদ বিবরণী দাখিলের জন্য অতিরিক্ত সময়ের আবেদন করেননি। আসামী সেলিম আহমেদ সম্পদ বিবরনীর নোটিশ প্রাপ্তির পর নির্ধারিত সময় সম্পদ বিবরনী দাখিল না করে শাস্তিযোগ্য অপরাধ করায় তিনি তার বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ২০০৪ এর ২৬(২) ধারায় মামলা রুজুর সুপারিশ করে অনুসন্ধান প্রতিবেদন দাখিল করেন। তৎপ্রেক্ষিতে দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকার স্মারক নং-বি: অনু ও তদন্ত-১/মা:ল:প্র/১১-২০১৬/৩৪৭৩৬, তারিখ-১৮/৮/২০১৬ মূলে তাকে মামলা রুজুর অনুমোদন প্রদান করেন। উক্ত অনুমোদন প্রাপ্তির পর তিনি বিগত ২২/৮/২০১৬ ইং তারিখে রমনা মডেল থানায় অত্র মামলার এজাহার দায়ের করলে উহা রমনা থানার মামলা নং-

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		৪২(৮)১৬ হিসেবে রুজ্জু হয়। ইহাই তার দায়ের করা গত ২২/৮/২০১৬ ইং তারিখের এজাহার প্রদর্শনী-১ এবং এজাহারকারী হিসেবে ইহা তার স্বাক্ষর প্রদর্শনী-১/১। ইহাই তার দাখিলী বিগত ১৮/৮/২০১৬ ইং তারিখে মামলা রুজ্জু করার অনুমোদনপত্র যার স্মারক নং-৩৪৭৩৬ তারিখ-১৮/৮/২০১৬ প্রদর্শনী- ২। ইহাই তার দাখিলী আসামী সেলিম আহমেদ, পুলিশ পরিদর্শক প্রেরিত সম্পদ বিবরনী দাখিলের বিগত ১৮/৭/২০১৬ ইং তারিখের আবেদনপত্র প্রদর্শনী-৩ এবং আসামী আদালতের ডকে উপস্থিত নেই। থাকলে চিনতেন। ইহাই তার জবানবন্দি। আসামী পলাতক থাকায় উক্ত সাক্ষী পি.ডব্লিউ-১ কে আসামী পক্ষ হতে জেরা করা হয়নি। *পরবর্তীতে ১০/০৬/২০১৮ খ্রিষ্টাব্দ তারিখ পি.ডব্লিউ-১ কে আসামী পক্ষ হতে জবপধষষ এর মাধ্যমে জেরা করা হলে উক্ত জেরায় তিনি বলেন যে, "দুদক/বি: অনু: ও তদন্ত-১/মা:ল:প্র:আইন/১১-২০১৬/১৩৩৩৯, ১০/৪/১৬ মূলে তার উপর অনুসন্ধানের জন্য হাওলা হয়। মোঃ বেনজির আহমদ, উপ- পরিচালক কমিশন পক্ষে স্বাক্ষরিত করে তার উপর হাওলা করেন। নথি পর্যালোচনা করে তিনি যা পেয়েছেন তা কমিশন বরাবর প্রতিবেদন আকারে প্রদান করেছেন। নথিতে জ্ঞাত আয় বহির্ভূত সম্পর্কে ১টা অভিযোগ ছিল আসামী সংক্রান্তে। উক্ত অভিযোগ যিনি দেন তিনি সোর্স, তার নাম জানাতে তারা বাধ্য নন। তিনি অনুসন্ধান করে আসামীর জ্ঞাত-আয় বহির্ভূত সংক্রান্তে যা প্রাথমিক ভাবে নিশ্চিত হন তা কমিশনকে জানান, যা তিনি এখন জানাতে বাধ্য নন। উক্ত প্রাথমিক নিশ্চয়তার প্রেক্ষিতে কমিশন আসামীকে নোটিশ দেন যা উপ-পরিচালক এর স্বাক্ষরিত। কমিশন এর পরিচালক বরাবর তিনি অনুসন্ধান প্রতিবেদন দাখিল করেন। প্রাথমিক অনুসন্ধানকালে তিনি নোটিশ দিলে আসামী তাদের অফিসে এসে তার সম্পদ এর বর্ণনা দেয় যা রেকর্ড করা হয়- সঠিক। উক্ত বর্ণনার প্রেক্ষিতে অনুসন্ধান চলমান, যা ২৭(১) ধারার বিষয়। অত্র মামলা ২৬(২) ধারার। সত্য নয় যে, আসামী তাকে সম্পদ বিবরণী ওএচ অফিস হতে Collect করতে বললে তিনি বলে চেষ্টা করবেন, তবে আপনি যতদূর তাড়াতাড়ি সম্ভব দাখিল করবেন। তিনি আসামীর উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ-এর নিকট অত্র আসামীর হিসাব বিবরণী জমা না দেয়ায় তিনি সুনির্দিষ্ট সময় দিয়ে কোন কিছু জানতে চেয়েছেন কিনা বিষয়টি চলমান আছে- যা অত্র মামলার সাথে সম্পৃক্ত নয়। তার অনুসন্ধানে সহায়তা করার জন্য সিআইডিকে লিখিত কোন অনুরোধ করেননি। তিনি ২৩/০৬/১৬ খ্রিঃ তারিখ অনুসন্ধান প্রতিবেদন দাখিল করেন।*

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		প্রতিবেদন দাখিল করার পূর্বে আসামীর সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বা বিভাগকে পত্র দেননি-প্রয়োজন নেই। তিনি আসামীর জবানবন্দি, অভিযোগ প্রমাণে সহায়ক গুরুত্বপূর্ণ রেকর্ডপত্রের কপি সংযুক্ত করে বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন প্রতিবেদন এর সাথে। তিনি ৪২(৮)১৬ নং রমনা থানায় মামলা করেন। তিনি অত্র মামলার অনুসন্ধানকারী, এজাহারকারী এবং ১.০. সত্য নয় যে, সঠিক অনুসন্ধান না করে তিনি এজাহার দায়ের করেন। সত্য নয় যে, সঠিক তদন্ত করলে অত্র এজাহার দায়ের করতেন না। সত্য নয় যে, অন্য কোন লোক এর প্রভাবে মিথ্যে উক্তিতে অত্র মামলা করে মনগড়া অনুসন্ধান প্রতিবেদন প্রেক্ষিতে। সত্য নয় যে, মিথ্যে উক্তিতে সাক্ষ্য দিলেন। *পরবর্তীতে ২৭/০৬/২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে পি.ডব্লিউ-১ কে আসামী পক্ষের ৫৪০ ধারার দরখাস্ত প্রেক্ষিতে জেরা করা হলে উক্ত জেরায় তিনি বলেন যে, সত্য নয় যে, ২০/০৭/১৬ খ্রিঃ তারিখ আসামী চট্টগ্রাম রেঞ্জে কর্মরত থাকাকালে তিনি তাকে মোবাইল ফোনে সম্পদ বিবরণী দাখিল করতে বলেন। সত্য নয় যে, আসামীর সাথে তার কোন যোগাযোগ হয়। তাছাড়া সম্পদ বিবরণী দাখিল এর বিষয় তার দায়িত্বে নহে। তবে through Department-এ দাখিলের কোন সুযোগও নেই। আসামী ছানাউল্লাহ হতে সম্পদ বিবরণী নোটিশ রিসিভ করেন। যা প্রদ: ০৩ চিহ্নিত হয়েছে। সত্য নয় যে, through Department- এর মাধ্যমে সম্পদ বিবরণী দাখিলের জন্য তাগিদ না দিয়ে কং সানাউল্লাহকে দিয়ে নথি পাঠান। তার পাঠানোর কোন এখতিয়ার নেই উহা উপ-পরিচালকের দায়িত্ব তাছাড়া through Department- পাঠানোর কোন বাধ্য বাধকতা নেই। সত্য নয় যে আসামী তার Dept- এ সম্পদ বিবরণী দাখিল করেছে তা আসামীর স্ত্রী তাকে দেখিয়েছিল। সত্য নয় যে, আসামীকে তার Dept. ও অনুমতি দেয়নি এবং তিনিও অনুমতি চাননি। তাছাড়া দুদক যাকে নোটিশ দিয়েছে সম্পদ বিবরণী দাখিলের জন্য তিনি দাখিল করবেন। সেক্ষেত্রে পুলিশ বিভাগের অনুমতির প্রয়োজন নেই। সত্য নয় যে, আসামী দুদকে সম্পদ বিবরণী দাখিল করেছে।"* *অত্র মামলায় রাষ্ট্রপক্ষ মোঃ সানাউল হককে পি.ডব্লিউ-২ হিসেবে পরীক্ষা করেন। উক্ত পি.ডব্লিউ-২ মোঃ সানাউল হক তার জবানবন্দিতে বলেন যে, "তিনি বর্তমানে দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকায় কনস্টবল হিসেবে কর্মরত আছেন। গত ১৮/৭/২০১৬ ইং তারিখে একই স্থানে একই পদে কর্মরত থাকাবস্থায় উক্ত ১৮/৭/২০১৬ ইং তারিখে দুর্নীতি দমন*

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		কমিশনের সিদ্ধান্ত মোতাবেক পুলিশ পরিদর্শক মোঃ সেলিম আহমেদকে দুদক প্রধান কার্যালয়ের স্মারক নং-দুদক/বি: অনু ও তদন্ত-১/মাল প্র:/১১-২০১৬/২৯৬৬৭ তারিখ ১৮/৭/২০১৬ ইং সম্পদ বিবরনীর নোটিশ জারী করার জন্য জনাব মোঃ বেনজীর আহম্মদ উপ-পরিচালক, দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা তাকে নির্দেশ দেন। উক্ত নির্দেশের প্রেক্ষিতে তিনি সম্পদ বিবরনীর নোটিশটি সাক্ষী কং-৪৯০ আ:ফঃম বেলাল হোসেন এবং কং ৩৬৩ মোঃ আব্দুল জলিল মন্ডল এর উপস্থিতিতে বিগত ২০/৭/২০১৬ ইং তারিখে আসামী সেলিম আহমেদের স্বাক্ষর গ্রহন পূর্বক নোটিশটি জারী করেন। তিনি সম্পদ বিবরনীর নোটিশ জারী পূর্বক উহার সার্ভিস রিটার্ন অফিসে জমা দেন। ইহাই আসামীর প্রতি জারীকৃত নোটিশের সার্ভিস রিটার্ন। প্রদর্শনী-৩/১। তিনি এ মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তার নির্দেশে জবানবন্দি দিয়েছেন। আসামী আদালতের ডকে উপস্থিত নেই। থাকলে চিনতেন। ইহাই তার জবানবন্দি। আসামী পলাতক থাকায় উক্ত সাক্ষী পি.ডব্লিউ-২ কে জেরা করা হয়নি। *পরবর্তীতে বিগত ১০/০৬/২০১৮ খ্রিষ্টাব্দ তারিখ পি.ডব্লিউ-২ কে আসামী পক্ষ হতে রিকলের মাধ্যমে জেরা করা হলে উক্ত জেরায় তিনি বলেন যে, তিনি যে নোটিশ জারী করেন তার নং হলো ২৯৬৬৭, তারিখ ১৮/০৭/২০১৬ খ্রিঃ।। আসামীর প্রতি নোটিশ জারীর জন্য তাকে বেনজীর আহমদ উপ-পরিচালক দেন। বাসায় জারীর জন্য যান, বাসায় না পেয়ে অফিসে আসলে অফিসে জারী করেন। নোটিশটি যখন জারী করেন তখন আসামী একথা বলেননি যে, নোটিশটি তার বিভাগীয় (সিআইডি) মাধ্যমে আসতে হবে। আসামীকে তিনি বাদীর সাথে কথা বলতে বলেন-সত্য নয়। সত্য নয় যে, আসামী তাদের অফিসে নোটিশ তার নিকট হতে গ্রহণ করেছেন-মিথ্যে। সত্য নয় যে, নোটিশ জারী সংক্রান্তে মনগড়া, মিথ্যে ও বানোয়াট বক্তব্য দিলেন।"* *অত্র মামলায় রাষ্ট্রপক্ষ বেনজির আহম্মদকে পি.ডব্লিউ-৩ হিসেবে পরীক্ষা করেন। উক্ত পি.ডব্লিউ-৩ বেনজির আহম্মদ তার জবানবন্দিতে বলেন যে, " তিনি বর্তমানে দুর্নীতি দমন কমিশন, সমন্বিত জেলা কার্যালয়, দিনাজপুরে উপ-পরিচালক হিসেবে কর্মরত আছেন। গত ১৮/৭/২০১৬ ইং তারিখে দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকায় একই পদে কর্মরত থাকাবস্থায় উক্ত ১৮/৭/২০১৬ ইং তরিখের দুদক/বি: অনু ও তদন্ত-১/মাঃলঃপ্র/ ১১-২০১৬/২৯৬৬৭ নং স্মারক মূলে আসামী মোঃ সেলিম*

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		আহমেদ, পুলিশ পরিদর্শককে সম্পদ বিবরনী দাখিলের জন্য দুর্নীতি দমন কমিশনের অনুমোদনক্রমে নোটিশ জারী করা হয়। কং ৩৯৪ মোঃ সানাউল হক, দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা উক্ত নোটিশ আসামী সেলিম আহমেদ এর উপর যথারীতি জার কিরেন এবং উক্ত জারীর সার্ভিস রিটার্ন তিনি অফিসে জমা দেন। পরবর্তীতে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আসামী মোঃ সেলিম আহমেদ, সম্পদ বিবরনী জমা প্রদান না করায় তার বিরুদ্ধে রমনা মডেল থানায় অত্র মামলার বাদী এজাহার দায়ের করেন। ইহাই আসামী সেলিম আহমেদ এর বরাবরে বিগত ১৮/৭/২০১৬ ইং তারিখের প্রেরিত নোটিশ যাহা ইতিপূর্বে প্রদর্শনী-৩ হিসেবে চিহ্নিত হয় এবং ইহাই তার প্রেরিত নোটিশে তার স্বাক্ষর প্রদর্শনী- ৩/২। আসামী আদালতের ডকে উপস্থিত নেই। ইহাই তার জবানবন্দী। *আসামী পলাতক থাকায় উক্ত সাক্ষী পি.ডব্লিউ-৩ কে জেরা করা হয়নি।* *পরবর্তীতে বিগত ০২/১০/২০১৮ খ্রিষ্টাব্দ তারিখ পি.ডব্লিউ-৩ কে আসামী পক্ষ হতে রিকল এর মাধ্যমে জেরা করা হলে উক্ত জেরায় তিনি বলেন যে, অনুসন্ধানকারী কর্মকর্তা দুদক এর মুল নথি অনুসন্ধান শেষে প্রতিবেদন দাখিল করলে তিনি দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসেবে ১৮/০৭/২০১৬ খ্রিঃ তারিখ এর নোটিশ ইস্যু করেন-ইহা সঠিক। আদেশ কমিশনের। এটা নথিতে হয়। লিখিত এককভাবে তার কাছে আসে না। নোটিশ কে জারী করবে তিনি লিখে দেন। কং ৩৯৪ মোঃ সানাউল হক নোটিশ জারী করে রিপোর্ট দিয়েছে। উক্ত রিপোর্টে উল্লেখ নেই কোথায় জারী করেছে। তবে আসামী স্বাক্ষর করে রেখেছে। ০৭ কার্যদিবস মধ্যে নোটিশ জারী প্রেক্ষিতে সম্পদ বিবরণী দাখিল না করলে রিমাইন্ডার দিবার বিধান তাদের দুদক আইনে নেই। মূল নথিতে কোন ব্যক্তির অভিযোগ অবশ্যই আছে আসামীর বিরুদ্ধে। সত্য নয় যে, ব্যক্তিগত অভিযোগ যাচাই বাছাই না করে তারা নোটিশ দেন। এ বিষয়ে বাদী বা I.O সঠিক উত্তর দিতে পারবে।"* *অত্র মামলায় রাষ্ট্রপক্ষ আ.ফ.ম বেলাল হোসেনকে পি.ডব্লিউ-৪ হিসেবে পরীক্ষা করেন। উক্ত পি.ডব্লিউ-৪ আ.ফ.ম বেলাল হোসেন তার জবানবন্দিতে বলেন যে, "তিনি বর্তমানে দুদক, প্রধান কার্যালয়, সেগুন বাগিচা, ঢাকায় কন্সটেবল (৪৯০) হিসেবে কর্মরত আছেন। গত ২০/৭/২০১৬ ইং তারিখে তিনি একই স্থানে একই পদে কর্মরত থাকাবস্থায় উক্ত ২০/৭/২০১৬ ইং তিনি কং মোঃ সানাউল হক এর সাথে তিনি সহ কং আবদুল*

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		জলিল মন্ডল আসামী সেলিম আহম্মেদ এর সম্পদ বিবরনী নোটিশ জারীর জন্য সেলিম আহমেদ এর বাসায় যান। সেলিম আহমেদ উক্ত নোটিশটি নিজের স্বাক্ষর প্রদানে গ্রহন করেন। তিনি তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন এবং তার সম্মুখে আসামী স্বাক্ষর দ্বারা উক্ত নোটিশ গ্রহণ করেন। আসামী অদ্য আদালতের ডকে উপস্থিত নেই। ইহাই তার জবানবন্দি। আসামী পলাতক থাকায় উক্ত সাক্ষী পি.ডব্লিউ-৪ কে জেরা করা হয়নি। *পরবর্তীতে বিগত ২৪/০৭/২০১৮ খ্রিষ্টাব্দ তারিখ সাক্ষী পি.ডব্লিউ-৪ কে জেরা করা হলে উক্ত জেরায় তিনি বলেন যে, আসামী প্রতি নোটিশ ইস্যু করেন বেনজীর উপ-পরিচালক, দুদক এবং সিরাজুল সাহেব। পরে বলেন যে, সিরাজুল সাহেব স্বাক্ষর করেন। নোটিশ জারী করতে তিনি, মোঃ সানাউল হক, জলিল মন্ডল ০৩ জন যান। আসামীর বাসায় নোটিশ জারী করতে যান। সত্য নয় যে, তিনি নোটিশ জারীর সময় ছিলেন না। সত্য নয় যে, নোটিশ জারী সংক্রান্তে যে বক্তব্য জবানবন্দী ও উপরের জেরায় বলেছেন তা মনগড়া ও মিথ্যে উক্তিতে আনীত। সত্য নয় যে, কল্প কাহিনী নির্ভর হয়ে মিথ্যে উক্তিতে সাক্ষ্য প্রদান করলেন আসামীকে হয়রানী করার জন্য।"* *অত্র মামলায় রাষ্ট্রপক্ষ তদন্তকারী কর্মকর্তা মোহাম্মদ সিরাজুল হককে পি.ডব্লিউ-৫ হিসেবে পরীক্ষা করেন। উক্ত পি.ডব্লিউ-৫ মোহাম্মদ সিরাজুল হক তার জবানবন্দিতে বলেন যে, ৪৪ তিনি বিগত ২০১৬ সনে দুদক, প্রধান কার্যালয়ে একই পদে কর্মরত ছিলেন। উক্ত সময়ে দুদক প্রধান কার্যালয়ের স্মারক নং-৩৬৭৯৮, তারখ ০৪/০৯/২০১৬ মূলে অত্র মামলার তদন্তভার তার উপর হাওলা করা হয় বা তাকে তদন্ত ভার দেয়া হয়। এসেই স্মারক নং-৩৬৭৯৮, তারিখ ০৪/০৯/২০১৬ খ্রিষ্টাব্দ। যা প্রদঃ ০৪ চিহ্নিত হলো। তিনি তদন্তভার গ্রহণ করে তদন্তকালে প্রাপ্ত রেকর্ডপত্র দৃষ্টে দেখা যায় যে, আসামী সেলিম আহমেদ এর নিজ নামে, তার উপর নির্ভরশীল ব্যক্তিদের নামে অর্জিত প্রকৃত সম্পদরে পরিমান অর্জনের পদ্ধতি, ও জ্ঞাত আয় বহির্ভূত সম্পদ এর পরিমান উদঘাটন-এর জন্য দুদক এর সিদ্ধান্ত মোতাবেক স্মারক নং-দুদক/বিঃ অনুঃ তদন্ত-১/মাঃলঃপ্র/১১-২০১৬/২৯৬৬৭, তারিখ ১৮/০৭/১৬ খ্রিঃ মূলে উপ- পরিচালক বেনজীর আহমেদ এর স্বাক্ষরে ০৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে সম্পদ বিবরণী দাখিলের জন্য সেলিম আহমদকে নোটিশ সহ ফর্ম দেয়া হয়। উক্ত নোটিশ কং নং ৩৯৪ মোহাম্মদ সানাউল হককে জারীর জন্য দায়িত্ব দেয়া হয়। তিনি ০২ জন সাক্ষীর সম্মুখে সেলিম আহমদ এর স্বাক্ষর গ্রহণ পূর্বক বিগত ২০/০৭/১৬ খ্রিঃ তারিখে সম্পদ বিবরণীর*

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		নোটিশ ও ফর্ম জারী করেন। এবং জারী প্রতিবেদন দাখিল করেন। বিগত ০২/০৮/১৬ খ্রিঃ তারিখে সম্পদ বিবরণী দাখিলের নির্ধারিত ০৭ (সাত) কার্যদিবস শেষ হয়। কিন্তু সেলিম আহমেদ সম্পদ বিবরণীর ফর্ম পূরণ পূর্বক জমা দেননি। তাছাড়া তিনি অতিরিক্ত সময়েরও আবেদন করেননি। যা দুদক আইন ২০০৪-এর ২৬(২) ধারায় শাস্তিযোগ্য অপরাধ। তদন্তকালে উক্ত অপরাধ প্রমাণিত হওয়ায় সেলিম আহমদ এর বিরুদ্ধে চার্জ শীট দাখিলের অনুমতির জন্য সাক্ষ্য স্মারক দাখিল করেন। দুদক প্রধান কার্যালয় ঢাকা স্মারক নং দুদক/বি: অনু: তদন্ত-১/ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান/সি-২১/২০১৬/২৫৯৯, তারিখ ২২/০১/২০১৭ খ্রিষ্টাব্দ মূলে আসামী মোহাম্মদ সেলিম আহমেদ এর বিরুদ্ধে বর্ণিত ধারায় চার্জশীট দাখিলের অনুমোদন (sanction) প্রদান করা হয়। এসেই অনুমোদনপত্র। যা প্রদ: ০৫ চিহ্নিত হলো। উক্ত অনুমোদন পত্র প্রাপ্ত হয়ে রমনা মডেল থানার চার্জশীট নং- ৪৬, তারিখ-০৬/০২/২০১৭ খ্রিষ্টাব্দ মোতাবেক দাখিল করেন। এসেই চার্জশীট। ইহাই তার জবানবন্দি। *উক্ত সাক্ষী পি.ডব্লিউ-৫ কে আসামী পক্ষ হতে জেরা করা হলে উক্ত জেরায় তিনি বলেন যে, তিনি এ মামলার মূল নথির অনুসন্ধানকারী কর্মকর্তা, সঠিক। তিনি এজাহারকারী। তদন্তভার গ্রহণ করেন ০৪/০৯/২০১৬ খ্রিঃ তারিখ। তিনি এজাহারের আলোকে তদন্ত করেছেন। ইহা সত্য নয় যে, আসামী নোটিশ পেয়ে যথাযথ কর্তৃপক্ষ বরাবর হাজির হয়ে তার সম্পদের ব্যাখ্যা দিয়েছেন। ইহা সত্য নয় যে, সেখানে আসামীর বক্তব্য রেকর্ড করা হয়েছে। সত্য নয় যে, চাকুরীর ঝামেলা কারণে সম্পদ বিবরণী দাখিলের জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট সময় চেয়েছেন আসামী। সত্য নয় যে, আসামী IGP-র নিকট জমা দেয়া সম্পদ বিবরণী চিঠি দিয়ে এনে নেয়ার জন্যও অনুরোধ জানায়। আসামীর মৌখিক সময় চাওয়া ও অনুরোধ বিবেচনা করার আশ্বাস দেয়া হয়-সত্য নয়। সত্য নয় যে, উহা বিবেচনায় না নিয়ে কাল ক্ষেপন করে অত্র মামলা করা হয়েছে। সত্য নয় যে, তদন্তকালে তা না জেনে না বিবেচনায় নিয়ে অভিযোগ পত্র দখিল করেন। সত্য নয় যে, বিবেচনায় নিলে আসামী বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র দাখিল হতো না। সত্য নয় যে, সি আই ডি র ০১ জন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও রাজনৈতিক নেতার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তাদের দ্বারা আবেদন করিয়ে তা তিনি নিজে অনুসন্ধান করেন, এজাহার দায়ের করেন ও তদন্ত করেন। সত্য নয় যে, তাই মূল নথির সত্য-মিথ্যে যাচাই করার প্রয়োজনায়তা বোধ করেননি। সত্য নয় যে, সঠিকভাবে তদন্ত*

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		করলে অত্র আসামী বিরুদ্ধে সি.এস দাখিল হতো না। সত্য নয় যে, মিথ্যে উক্তিতে সাক্ষ্য দিলেন।" *অত্র মামলায় ডি.ডব্লিউ-১ হিসেবে আসামী মোঃ সেলিম আহমেদ সাফাই সাক্ষী প্রদানকালে বলেছেন যে, "তিনি ১৯৯০ সনে সরাসরি সাব-ইন্সপেক্টর হিসেবে পুলিশ বিভাগে যোগদান করেন। ১৯৯৬ সনে মার্কিন রাষ্ট্রদূতের বডিগার্ড হিসেবে নিয়োগ প্রাপ্ত হন। ২০০৩ সনে জাতিসংঘ শান্তি রক্ষী বাহিনী কসোবো মিশনে যোগদান করেন। উক্ত মিশনে কর্মরত থাকাবস্থায় ২০০৪ সনে পুলিশ ইনস্পেক্টর হিসেবে পদোন্নতি প্রাপ্ত হন। ২০০৫ সনে দেশে ফেরত এসে সিএমপি চান্দগাও থানায় ও.সি হিসেবে যোগদান করেন। কেয়ারটেকার সরকারের আমলে শ্রীমঙ্গল থানার ভারপ্রাপ্ত ও.সি হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তিনি শান্তিপূর্ণ, সৎ ও নিষ্ঠায় জীবন-যাপনের জন্য এবং সন্তানদের কাছে থাকার জন্য স্ব-ইচ্ছায় সি.আই.ডি, ঢাকাতে যোগদান করেন। জাতিসংঘের চাকুরী এবং পুলিশ বাহিনীতে ২৮ বৎসর চাকুরী করায় সর্বমোট তার ২৫ লক্ষ টাকা ডিপোজিট হয়।"* ***রাষ্ট্রপক্ষের উপরোক্ত সাক্ষীদের সাক্ষ্য, আসামীর আংশিক জবানবন্দি, এজাহার, চার্জশীট, দাখিলী কাগজাদি, প্রদর্শন কাগজাতসহ নথি পর্যালোচনা করলাম।*** *রাষ্ট্রপক্ষের দাখিলী আসামীর প্রতি সম্পদ বিবরণী দাখিলের নোটিশ প্রদর্শন- ৩ পরীক্ষান্তে দেখা যায় যে, বিগত ১৮/০৭/২০১৬ খ্রিষ্টাব্দ তারিখ উক্ত নোটিশটি ইস্যু করা হয়েছে এবং আসামী সেলিম আহমেদ ও সাক্ষী ১) বেলাল হোসেন, ২) মোঃ আব্দুল জলিল মন্ডল, উভয়েই দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর উপস্থিতিতে ২০/০৭/২০১৬ খ্রিষ্টাব্দ তারিখ স্ব স্ব পক্ষে স্বাক্ষর প্রদান পূর্বক উক্ত নোটিশটি গ্রহণ করেছেন। উক্ত নোটিশটি জারীর জন্য দুর্নীতি দমন কমিশনের কং-৩৯৪ মোঃ ছানাউল হক আসামীর নিকট বুঝিয়ে দিয়ে ১ কপি অফিসে ফেরত দেন এবং পি.ডব্লিউ-২ তার সাক্ষ্যে বলেন যে, তিনি বিগত ১৮/০৭/২০১৬ খ্রিষ্টাব্দ তারিখ সম্পদ বিবরণী নোটিশ জারী করার জন্য জনাব মোঃ বেনজীর আহম্মদ, উপ-পরিচালক, দুর্নীতি দমন কমিশন, ঢাকা তাকে নির্দেশ দেন। উক্ত নির্দেশের প্রেক্ষিতে সাক্ষী কং-৪৯০ বেলাল হোসেন এবং কং-৩৬৩ মোঃ আব্দুল জলিল মন্ডল এর উপস্থিতিতে বিগত ২০/০৭/২০১৬ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে আসামী সেলিম আহমেদ এর স্বাক্ষর গ্রহণ পূর্বক নোটিশটি জারী করেন এবং তিনি সম্পদ বিবরণী নোটিশ জারী পূর্বক উহার সার্ভিস রিটার্ন অফিসে জমা দেন। যা নথি পর্যালোচনায়*

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		পি.ডব্লিউ-১ নোটিশ প্রদর্শন-৩ এবং পি.ডব্লিউ-২ কং-৩৯৪ ছানাউল হক কর্তৃক তার স্বাক্ষর প্রদর্শন-৩/১ হিসেবে চিহ্নিত করেন মর্মে দেখা যায়। নোটিশ জারী কারক পি.ডব্লিউ-২ ২০/০৭/২০১৬ খ্রিষ্টাব্দ তারিখ আসামীর নামে জারীকৃত নোটিশের প্রতিবেদন বর্ণিত নোটিশটির অপর পৃষ্ঠায় দাখিল করেছেন। এমতাবস্থায় আসামী সেলিম আহমেদ এর প্রতি দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ এর ২৬(১) ধারা মোতাবেক তার নিজের ও তার উপর নির্ভরশীল ব্যক্তিবর্গের স্বনামে/বেনামে অর্জিত যাবতীয় স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তি, আয়ের উৎস ইত্যাদি দাখিলের নোটিশটি যথাযথ ভাবে জারী হয়েছে মর্মে প্রমাণিত হয়। *উক্ত নোটিশটি প্রাপ্ত হবার ০৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে আসামীকে সম্পদ বিবরনী দাখিলের নির্দেশ দেয়া সত্ত্বেও তিনি কোন সম্পদ বিবরণী দাখিল করেননি বা দাখিল করার জন্য দুর্নীতি দমন কমিশন বরাবর অতিরিক্ত সময় চেয়ে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি। তাই দুর্নীতি দমন কমিশন কর্তৃক এজাহার দায়েরের নিমিত্ত বিগত ১৮/৮/২০১৬ খ্রিষ্টাব্দ তারিখ ৩৪৭৩৬ নং স্মারক পত্র মূলে দুদক এর সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ সিরাজুল হক কে অনুমতি প্রদান করা হয় (প্রদর্শন-২)। অতঃপর এজাহারকারী মোহাম্মদ সিরাজুল হক আসামীর বিরুদ্ধে এজাহার দায়ের করেন।* *এজাহারকারী মোহাম্মদ সিরাজুল হক পি.ডব্লিউ-১ হিসেবে আদালতে সাক্ষ্য। প্রদানকালে বলেন যে, তিনি বিগত ১১/০৪/২০১৬ খ্রিষ্টাব্দ তারিখ সহকারী পরিচালক হিসেবে দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকায় কর্মরত থাকাবস্থায় দুর্নীতি দমন কমিশন প্রধান কার্যালয়, ঢাকার নথি নং দুদক/বি: অনু তদন্ত-১/মা.ল:প্র:/১১-২০১৬/৩৪৭৩৬ নথিটা তার নামে অনুসন্ধানের জন্য হাওলা হলে তিনি অনুসন্ধানে প্রাপ্ত রেকর্ডপত্র পর্যালোচনা করে দেখতে পান যে, সেলিম আহমেদ, পুলিশ পরিদর্শক এর নামে জ্ঞাত আয় বহির্ভূত স্বনামে ও বেনামে বিপুল পরিমান সম্পদ/সম্পত্তির মালিক হয়েছেন ফলে দুর্নীতি দমন কমিশনের স্থির বিশ্বাস জন্মায় বিধায় তার নিজ নামে, তার উপর নির্ভরশীল ব্যক্তিবর্গের স্বনামে/বেনামে অর্জিত প্রকৃত সম্পদের পরিমান, অর্জনের পদ্ধতি/উৎস ও ভ্যাট আয় বহির্ভূত সম্পদের পরিমান উদঘাটনের জন্য তার যাবতীয় স্থাবর/অস্থাবর সম্পদ/সম্পত্তি, সায় দেনা, আয়ের উৎস ও উহা অর্জনের বিস্তারিত বিবরণী আদেশ প্রাপ্তির ৭ কার্যদিবসের মধ্যে তাকে দাখিল। করার জন্য দুর্নীতি দমন কমিশন প্রধান কার্যালয়, ঢাকা স্মারক নং- দূদক/বি: অনু ও তদন্ত-১/মা:ল:প্র:/১১-২০১৬/২৯৬৬৭, তারিখ:*

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		১৮/৭/২০১৬ মূলে নির্দেশ দেয়া হয়। নথি হতে প্রতীয়মান হয় যে, উক্ত নোটিশ প্রদর্শন-৩ হিসেবে চিহ্নিত হয়। উক্ত নোটিশটি আসামী সেলিম আহমেদ ২০/০৭/২০১৬ খ্রিষ্টাব্দ তারিখ নিজ স্বাক্ষরে গ্রহণ করেন। কিন্তু তিনি উক্ত নোটিশটি নিজ স্বাক্ষরে রাখা সত্ত্বেও কোন সম্পদ বিবরণী দাখিল করেননি এবং দাখিল করার জন্য দুর্নীতি দমন কমিশন বরাবর অতিরিক্ত সময় চেয়ে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি। আসামী সেলিম আহমেদ সম্পদ বিবরনীর নোটিশ প্রাপ্তির পর নির্ধারিত সময় সম্পদ বিবরনী দাখিল না করে শাস্তিযোগ্য অপরাধ করেন। বিধায় দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ২০০৪ এর ২৬(২) ধারায় মামলা রুজুর সুপারিশ করে পি.ডব্লিউ-১ অনুসন্ধান প্রতিবেদন দাখিল করেন। তৎপ্রেক্ষিতে দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকার স্মারক নং-বি: অনু ও তদন্ত-১/মা:ল:প্র/১১- ২০১৬/৩৪৭৩৬, তারিখ-১৮/৮/২০১৬ মূলে তাকে মামলা রুজুর অনুমোদন প্রদান করলে তিনি বিগত ২২/৮/২০১৬ ইং তারিখে রমনা মডেল থানায় অত্র মামলার এজাহার দায়ের করেন, উহা রমনা থানার মামলা নং-৪২(৮)১৬ হিসেবে রুজু হয়। পি.ডব্লিউ-১ তার দায়ের করা গত ২২/৮/২০১৬ ইং তারিখের এজাহার প্রদর্শনী-১ এবং এজাহারকারী হিসেবে তার স্বাক্ষর প্রদর্শনী- ১/১, তার দাখিলী বিগত ১৮/৮/২০১৬ ইং তারিখে মামলা রুজু করার অনুমোদনপত্র যার স্মারক নং-৩৪৭৩৬ তারিখ-১৮/৮/২০১৬ প্রদর্শনী-২। আসামী সেলিম আহমেদ, পুলিশ পরিদর্শক এর প্রতি প্রেরিত সম্পদ বিবরনী দাখিলের বিগত ১৮/৭/২০১৬ ইং তারিখের আবেদনপত্র প্রদর্শনী-৩ চিহ্নে চিহ্নিত করেন। *অভিযোগটি অনুসন্ধানকালে বিভিন্ন উৎস থেকে তথ্য উপাত্ত সংগ্রহক্রমে প্রাথমিকভাবে অনুসন্ধান পূর্বক আসামী সেলিম আহমেদের নামে বেনামে বিপুল পরিমান জ্ঞাত আয় বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের তথ্য পাওয়া যায়। উক্ত আসামী সেলিম আহমেদের বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ২০০৪ এর ২৬(১) ধারা মোতাবেক তার নিজের নামে, তার উপর নির্ভরশীল ব্যক্তিদের স্বনামে/বেনামে অর্জিত প্রকৃত সম্পদ অর্জনের পদ্ধতি/উৎস ও ভ্যাট আয় বহির্ভূত সম্পদের পরিমান উদঘাটনের জন্য বিস্তারিত বিবরণী কমিশনের আদেশ প্রাপ্তির ০৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে প্রেরিত ছকে দাখিল করার জন্য প্রদর্শন-৩ মূলে নোটিশ প্রেরণ করেন। উক্ত নোটিশ আসামী সেলিম আহামেদ ২০/০৭/২০১৬ খ্রিষ্টাব্দ তারিখ নিজ স্বাক্ষরে গ্রহণ করেন। অত:পর কমিশনের কাছে সম্পদ বিবরণী দাখিল না করে দুদক বরাবরে কোন সময় আবেদন না করে সম্পদ বিবরণী দাখিল না করায় তিনি দুর্নীতি দমন কমিশন আইন,*

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		২০০৪ এর ২৬(২) ধারা মোতাবেক শাস্তিযোগ্য অপরাধ করেছেন। বিধায় প্রদর্শন-২ মূলে দুর্নীতি দমন কমিশন আইনে মামলা দায়েরের অনুমোদন প্রাপ্ত হয়ে তিনি (পি.ডব্লিউ-১) রমনা মডেল থানায় এজাহার দায়ের করেন। উপরোক্ত এজাহার প্রদর্শন-১, তাতে তার স্বাক্ষর প্রদর্শন-১/১ চিহ্নে চিহ্নিত করেন। অতঃপর তাকে দুদক/বি:অনু: তদন্ত-১/ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান/সি-২১/২০১৬/৩৬৭৯৮, তারিখ-০৪/০৬/২০১৬ খ্রিষ্টাব্দ মূলে তদন্ত কারী কর্মকর্তা হিসেবে নিযুক্ত করা হয়। উক্ত স্মারকপত্র প্রদর্শন-৪ হিসেবে চিহ্নিত হয়। *তিনি পি.ডব্লিউ-৫ হিসেবে তার জবানবন্দিতে বলেন যে, তিনি বিগত ২০১৬ সনে দুদক, প্রধান কার্যালয়ে একই পদে কর্মরত ছিলেন। উক্ত সময়ে দুদক প্রধান কার্যালয়ের স্মারক নং-৩৬৭৯৮, তারিখ ০৪/০৯/২০১৬ মূলে অত্র মামলার তদন্তভার তার উপর হাওলা করা হয় বা তাকে তদন্তভার দেয়া হয়। এসেই স্মারক নং-৩৬৭৯৮, তারিখ ০৪/০৯/২০১৬ খ্রিষ্টাব্দ। যা প্রদ: ০৪ চিহ্নিত হলো। তিনি তদন্তভার গ্রহণ করে তদন্তকালে প্রাপ্ত রেকর্ডপত্র দৃষ্টে দেখা যায় যে, আসামী সেলিম আহমেদ এর নিজ নামে, তার উপর নির্ভরশীল ব্যক্তিদের নামে অর্জিত প্রকৃত সম্পদের পরিমান অর্জনের পদ্ধতি, ও জ্ঞাত আয় বহির্ভূত সম্পদ এর পরিমান উদঘাটন-এর জন্য দুদক এর সিদ্ধান্ত মোতাবেক স্মারক নং-দুদক/বি: অনু: তদন্ত-১/মা:ল:প্র/১১-২০১৬/২৯৬৬৭, তারিখ ১৮/০৭/১৬ খ্রি: মূলে উপ-পরিচালক বেনজীর আহমেদ এর স্বাক্ষরে ৩৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে সম্পদ বিবরণী দাখিলের জন্য সেলিম আহমেদকে নোটিশ সহ ফর্ম দেয়া হয়। উক্ত নোটিশ কং নং ৩৯৪ মোঃ ছানাউল হককে জারীর জন্য দায়িত্ব দেয়া হয়। তিনি ০২ জন সাক্ষীর সম্মুখে সেলিম আহমেদ এর স্বাক্ষর গ্রহণ পূর্বক বিগত ২০/০৭/১৬ খ্রি: তারিখে সম্পদ বিবরণীর নোটিশ ও ফর্ম জারী করেন। এবং জারী প্রতিবেদন দাখিল করেন। বিগত ০২/০৮/১৬ খ্রি: তারিখে সম্পদ বিবরণী দাখিলের নির্ধারিত ০৭ (সাত) কার্যদিবস শেষ হয়। কিন্তু সেলিম আহমেদ সম্পদ বিবরণীর ফর্ম পূরণ পূর্বক জমা দেননি। তাছাড়া তিনি অতিরিক্ত সময়েরও আবেদন করেননি। যা দুদক আইন ২০০৪-এর ২৬(২) ধারায় শাস্তিযোগ্য অপরাধ। তদন্তকালে উক্ত অপরাধ প্রমাণিত হওয়ায় সেলিম আহমেদ এর বিরুদ্ধে চার্জশীট দাখিলের অনুমতির জন্য সাক্ষ্য স্মারক দাখিল করেন। দুদক প্রধান কার্যালয় ঢাকা স্মারক নং দুদক/বি: অনু: তদন্ত-১/ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান/সি-২১/২০১৬/২৫৯৯, তারিখ ২২/০১/২০১৭ খ্রিষ্টাব্দ মূলে আসামী*

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		মোঃ সেলিম আহমেদ এর বিরুদ্ধে বর্ণিত ধারায় চার্জশীট দাখিলের অনুমোদন (sanction) প্রদান করা হয়। এসেই অনুমোদনপত্র। যা প্রদ: ০৫ চিহ্নিত হলো। উক্ত অনুমোদন পত্র প্রাপ্ত হয়ে রমনা মডেল থানার চার্জশীট নং-৪৬, তারিখ-০৬/০২/২০১৭ খ্রিষ্টাব্দ মোতাবেক দাখিল করেন। এসেই চার্জশীট। ইহাই তার জবানবন্দি। *উক্ত সাক্ষী পি.ডব্লিউ-৫ কে তার জেরায় বলেন যে, তিনি এ মামলার মুল নথির অনুসন্ধানকারী কর্মকর্তা, সঠিক। তিনি এজাহারকারী। তদন্তভার গ্রহণ করেন ০৪/০৯/২০১৬ খ্রিঃ তারিখ। তিনি এজাহারের আলোকে তদন্ত করেছেন। ইহা সত্য নয় যে, আসামী নোটিশ পেয়ে যথাযথ কর্তৃপক্ষ বরাবর হাজির হয়ে তার সম্পদের ব্যাখ্যা দিয়েছেন। ইহা সত্য নয় যে, সেখানে আসামীর বক্তব্য রেকর্ড করা হয়েছে। সত্য নয় যে, চাকুরীর ঝামেলা কারণে সম্পদ বিবরণী দাখিলের জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট সময় চেয়েছেন আসামী। সত্য নয় যে, আসামী IGP-র নিকট জমা দেয়া সম্পদ বিবরণী চিঠি দিয়ে এনে নেয়ার জন্যও অনুরোধ জানায়। আসামীর মৌখিক সময় চাওয়া ও অনুরোধ বিবেচনা করার আশ্বাস দেয়া হয়-সত্য নয়। সত্য নয় যে, উহা বিবেচনায় না নিয়ে কালক্ষেপন করে অত্র মামলা করা হয়েছে। সত্য নয় যে, তদন্তকালে তা না জেনে না বিবেচনায় নিয়ে অভিযোগপত্র দখিল করেন। সত্য নয় যে, বিবেচনায় নিলে আসামী বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র দাখিল হতো না। সত্য নয় যে, সি আই ডি এর ০১ জন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও রাজনৈতিক নেতার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তাদের দ্বারা আবেদন করিয়ে তা তিনি নিজে অনুসন্ধান করেন, এজাহার দায়ের করেন ও তদন্ত করেন। সত্য নয় যে, তাই মূল নথির সত্য- মিথ্যে যাচাই করার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেননি। সত্য নয় যে, সঠিকভাবে তদন্ত করলে অত্র আসামী বিরুদ্ধে সি.এস দাখিল হতো না। সত্য নয় যে, মিথ্যে উক্তিতে সাক্ষ্য দিলেন।"* *আসামী পক্ষের বিজ্ঞ কৌশুলী শুনানীকালে নিবেদন করেন যে, আসামী সম্পদ বিবরনী দাখিলের জন্য নোটিশ পাবার পর যথাযথ কর্তৃপক্ষ বরাবর হাজির হয়ে তার সম্পদের ব্যাখ্যা দিয়েছেন এবং তার বক্তব্য রেকর্ড হয়েছে এবং আসামী আইজিপির নিকট সম্পদ বিবরণী চিঠি দিয়ে এনে নেয়ার জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন। আসামীর মৌখিক সময় চাওয়া ও অনুরোধ বিবেচনা করার আশ্বাস দেয়া হয়। যা বিবেচনায় না নিয়ে অত্র আসামীর বিরুদ্ধে মামলা করা হয়। উক্ত বিষয় সমূহ আমলে না নিয়ে এ আসামীর বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র দাখিল করায় এ আসামী ন্যায় বিচার থেকে বঞ্চিত*

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		হয়েছেন। *অপরদিকে রাষ্ট্রপক্ষে বিজ্ঞ পি.পি শুনানীকালে নিবেদন করেন যে, এ আসামী প্রতি বিগত ১৮/০৭/২০১৬ খ্রিষ্টাব্দ তারিখ সম্পদ বিবরণী নোটিশ জারী হলেও তিনি নোটিশে বর্ণিত ৭ (সাত) কার্য দিবস সময় সীমার মধ্যে সম্পদ বিবরণী দাখিল করেননি এবং সম্পদ বিবরণী দাখিলের জন্য সময় বর্ধিত করনের আবেদনও করেননি। সে কারনে দুর্নীতি দমন কমিশনের অনুমোদন প্রাপ্ত হয়ে পি.ডব্লিউ-১ যথারীতি ও যথা নিয়মে এ আসামী বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ এর ২৬(২) ধারায় অত্র মামলা আনয়ন করেছেন এবং তদন্তকারী কর্মকর্তা হিসেবে এ আসামীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ এর প্রাথমিক সত্যতা পেয়ে সঠিকভাবেই অভিযোগপত্র দাখিল করেছেন। কাজেই আসামী আনীত অভিযোগে শাস্তি পাবে।* *উভয়পক্ষের বিজ্ঞ কৌশুলীর বক্তব্য শ্রবণ করলাম এবং নথি সহ কাগজাদী পর্যালোচনা করলাম। পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে আসামী সম্পদ বিবরনী দাখিলের নোটিশ ২০/০৭/২০১৬ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে প্রাপ্তির পর নির্ধারিত ০৭ (সাত) কার্য দিবসের মধ্যে সম্পদ বিবরণী দাখিল করেননি এবং সম্পদ বিবরণী দাখিলের জন্য কোন অতিরিক্ত সময়ের আবেদনও করেননি। এ পর্যায়ে দেখার বিষয় যে, সম্পদ বিবরণী নোটিশ প্রাপ্তির পর নির্ধারিত সময় সীমার মধ্যে সম্পদ বিবরণী দাখিল না করার বিপরীতে এ আসামীর উপযুক্ত ও গ্রহণযোগ্য কারণ বিদ্যমান ছিল কিনা? পূর্বেই উল্লেখ করেছি এ আসামী দাবী তার প্রতি সম্পদ বিবরনী দাখিলের জন্য নোটিশ পাবার পর যথাযথ কর্তৃপক্ষ বরাবর হাজির হয়ে তার সম্পদের ব্যাখ্যা দিয়েছেন এবং তার বক্তব্য রেকর্ড হয়েছে এবং আসামী আইজিপির নিকট সম্পদ বিবরণী চিঠি দিয়ে এনে নেয়ার জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন। আসামীর মৌখিক সময় চাওয়া ও অনুরোধ বিবেচনা করার আশ্বাস দেয়া হয়। যা বিবেচনায় না নিয়ে অত্র আসামীর বিরুদ্ধে মামলা করা হয়। উক্ত বিষয় সমূহ আমলে না নিয়ে এ আসামীর বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র দাখিল করায় এ আসামী ন্যায় বিচার থেকে বঞ্চিত হয়েছেন।* *নথি পর্যালোচনায় ও রাষ্ট্রপক্ষের সাক্ষীদের সাজেশন ও জেরা পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আসামী দুর্নীতি দমন কমিশন কর্তৃক সম্পদ বিবরণী নোটিশ যথা সময়ে প্রাপ্ত হননি-এরূপ দাবী করেননি। বরং আসামী পক্ষের ডিফেন্স কেস মোতাবেক "আসামী দুদকে সম্পদ বিবরণী দাখিল করেছে। আসামী ঐ ঘটনার সময় পুলিশের পরিদর্শক হিসেবে চট্টগ্রাম রেঞ্জ-এ*

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		কর্মরত ছিলেন। দুদকের অনুসন্ধান কর্মকর্তা তার নিকট মোবাইল ফোনে তাকে সম্পদ বিবরণী দাখিলের জন্য বলে। দুদক কর্তৃপক্ষ বরাবরে আসামী জানায় যে, তারা যেন পুলিশ কর্তৃপক্ষ বরাবরে চিঠি প্রদান করে। দুদক পুলিশ কর্তৃপক্ষ বরাবরে চিঠি না দেয়ায় পুলিশ আসামীকে অনুমতি প্রদান না করায় আসামী সম্পদ বিবরণী দাখিল করতে পারেনি। তথাপি এ আসামী বন্ধের মধ্যে চট্টগ্রাম থেকে ঢাকায় এসে দুদক অফিসে গিয়ে সম্পদ বিবরণীর বর্ণনা দিলে দুদক অফিস তা রেকর্ড করে। আসামীর সম্পদের বর্ণনা দুদক কার্যালয়ে আছে। তাহাই সম্পদের হিসাব। আসামী অত্র আদালতে পুনরায় সম্পদ বিবরনী প্রদানে প্রস্তুত। তিনি ইচ্ছেকৃতভাবে কোন অন্যায় করেনি। সুযোগ না থাকায় অনিয়ম হতে পারে, তাই সে খালাসের হকদার"-মর্মে দাবী করেন। *এছাড়া আসামী সেলিম আহমেদ আদালতে সাফাই সাক্ষী প্রদানকালে ডি.ডব্লিউ-১ হিসেবে তার জবানবন্দিতে বলেন যে, "তিনি ১৯৯০ সনে সরাসরি সাব-ইন্সপেক্টর হিসেবে পুলিশ বিভাগে যোগদান করেন। ১৯৯৬ সনে মার্কিন রাষ্ট্রদূতের বডিগার্ড হিসেবে নিয়োগ প্রাপ্ত হন। ২০০৩ সনে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনী কসোবো মিশনে যোগদান করেন। উক্ত মিশনে কর্মরত থাকাবস্থায় ২০০৪ সনে পুলিশ ইনস্পেক্টর হিসেবে পদোন্নতি প্রাপ্ত হন। ২০০৫ সনে দেশে ফেরত এসে সিএমপি চান্দগাও থানায় ও.সি হিসেবে যোগদান করেন কেয়ারটেকার সরকারের আমলে শ্রীমঙ্গল থানার ভারপ্রাপ্ত ও.সি হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তিনি শান্তিপূর্ণ, সৎ ও নিষ্ঠায় জীবন-যাপনের জন্য এবং সন্তানদের কাছে থাকার জন্য স্ব-ইচ্ছায় সি.আই.ডি. ঢাকাতে যোগদান করেন। জাতিসংঘের চাকুরী এবং পুলিশ বাহিনীতে ২৮ বৎসর চাকুরী করায় সর্বমোট তার ২৫ লক্ষ টাকা ডিপোজিট হয়।" এ পর্যায়ে জবানবন্দী "চলবে" থাকাবস্থায় আসামী আর মৌখিক সাক্ষ্য প্রদান করবেন না মর্মে বিগত ১১/০৬/২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ তারিখ আসামী পক্ষের বিজ্ঞ কৌশুলী একখানা দরখাস্ত দাখিল করায় আসামীর মৌখিক সাক্ষ্য গ্রহণ সমাপ্ত করা সম্ভব হয়নি।* *উল্লেখ্য যে, আসামী সেলিম আহমেদ ফৌজদারী কার্যবিধির ৩৪২ ধারার পরীক্ষাকালে সাফাই সাক্ষী দিবেন ও কাগজাত Document দাখিল করবেন মর্মে বললে তাকে সাফাই সাক্ষী দেয়ার সুযোগ প্রদান করা হয়। কিন্তু তিনি ডি.ডব্লিউ-১ হিসেবে আংশিক জবানবন্দি প্রদান করার পর আর জবানবন্দি প্রদান না করে লিখিত যুক্তিতর্ক দাখিল করেন এবং মহামান্য উচ্চ*

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		আদালতের রুলিং দাখিল করেন। কিন্তু তিনি উক্ত কাগজাত জবানবন্দি প্রদান পূর্বক কোন প্রমাণ চিহ্নে চিহ্নিত করেননি। তাই উক্ত কাগজাত পর্যালোচনায় নেয়ার যুক্তিসংগত ও আইনসংগত কোন আইন রয়েছে মর্মে দৃষ্ট হয় না। উক্ত কাগজাত প্রমান চিহ্নে চিহ্নিতক্রমে আসামী সেলিম আহমেদ ইহা প্রমাণে সমর্থ হননি যে, তিনি সুনির্দিষ্টভাবে দুর্নীতি দমন কমিশন বরাবর সম্পদ বিবরণী দাখিলের জন্য যে নোটিশ জারী করা হয় তা তার উপর জারী হয়নি এবং তিনি অতিরিক্ত কোন সময় চেয়েছেন যা তাকে প্রদান করা হয়নি। বরং ২০/০৭/২০১৬ খ্রিষ্টাব্দ তারিখ দুর্নীতি দমন কমিশন এর নোটিশটি নিজ হাতে গ্রহন করা সত্ত্বেও সম্পদ বিবরণী দাখিল করতে ব্যর্থ হওয়ায় দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ এর ২৬(২) ধারার দন্ডযোগ্য অপরাধ করেছেন। *যদিও আসামী তার ডিফেন্স কেস এ উল্লেখ করেছেন যে, "আসামী দুদকে সম্পদ বিবরণী দাখিল করেছে। আসামী ঐ ঘটনার সময় পুলিশের পরিদর্শক হিসেবে চট্টগ্রাম রেঞ্জ-এ কর্মরত ছিলেন। দুদকের অনুসন্ধান কর্মকর্তা তার নিকট মোবাইল ফোনে তাকে সম্পদ বিবরণী দাখিলের জন্য বলে। দুদক কর্তৃপক্ষ বরাবরে আসামী জানায় যে, তারা যেন পুলিশ কর্তৃপক্ষ বরাবরে চিঠি প্রদান করে। দুদক পুলিশ কর্তৃপক্ষ বরাবরে চিঠি না দেয়ায় পুলিশ আসামীকে অনুমতি প্রদান না করায় আসামী সম্পদ বিবরণী দাখিল করতে পারেনি। তথাপি এ আসামী বন্ধের মধ্যে চট্টগ্রাম থেকে ঢাকায় এসে দুদক অফিসে গিয়ে সম্পদ বিবরণীর বর্ণনা দিলে দুদক অফিস তা রেকর্ড করে। আসামীর সম্পদের বর্ণনা দুদক কার্যালয়ে আছে। তাহাই সম্পদের হিসাব। আসামী অত্র আদালতে পুনরায় সম্পদ বিবরনী প্রদানে প্রস্তুত। তিনি ইচ্ছেকৃতভাবে কোন অন্যায় করেনি। সুযোগ না থাকায় অনিয়ম হতে পারে, তাই সে খালাসের হকদার।" - উল্লেখিত মতে আসামীকে রিমাইন্ডার দেয়া দুর্নীতি দমন কমিশনের আইনে এমন নিয়ম নেই বা অত্র আদালতে সম্পদ বিবরণী দাখিল করতে দেয়া ইত্যাদির আইনগত কোন সুযোগ নেই।* *কাজেই আসামী সেলিম আহমেদ সম্পদ বিবরণী নোটিশ প্রাপ্ত হবার পর গুরুতর কোন কারণ না থাকা সত্ত্বেও ইচ্ছেকৃতভাবে দুর্নীতি দমন কমিশন এর আদেশ প্রাপ্তির পর তদানুযায়ী লিখিত বিবৃতি বা সম্পদ বিবরণী তথ্য প্রদান না করায় দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ২০০৪ এর ২৬(২)-ক ধারা মোতাবেক অপরাধ করেছেন মর্মে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত। বিধায় উক্ত আসামী বর্ণিত আইনের ২৬(২) ধারা মোতাবেক দন্ড পাবার যোগ্য।* *আসামী পক্ষে উপস্থাপিত আংশিক মৌখিক জবানবন্দি ও দালিলিক*

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		সাক্ষ্য প্রমাণ দ্বারা তার ডিফেন্স কেস প্রমাণে সমর্থ হননি। আসামী সেলিম আহমেদ ফৌজদারী কার্যবিধির ৩৪২ ধারা অনুসারে পরীক্ষাকালে সাফাই সাক্ষী প্রদান করবেন ও কাগজাত প্রদান করবেন মর্মে জানান এবং সাফাই সাক্ষীর তালিকা দাখিল করেন। উক্ত তালিকা অনুযায়ী আসামী সেলিম আহমেদ একমাত্র সাফাই সাক্ষী হিসেবে প্রতীয়মান হয় এবং তিনি সাফাই সাক্ষী নং ১ হিসেবে নিজে আংশিক জবানবন্দি প্রদান করেন। তার জবানবন্দি "চলবে" থাকাবস্থায় বিগত ১১/০৬/২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ তারিখ আসামী পক্ষের বিজ্ঞ কৌশুলী একখানা দরখাস্ত দাখিল করে জানান যে, আসামী আর মৌখিক সাক্ষ্য প্রদান করবেন না বিধায় আসামীর মৌখিক সাক্ষ্য গ্রহণ সমাপ্ত করা সম্ভব হয়নি। তাছাড়া আসামী পক্ষ তার ডিফেন্স কেস প্রমানের জন্য, এমনকি লিখিত যুক্তিতর্কের বক্তব্য প্রমাণের সমর্থনেও কোন সমর্থিত দালিলিক প্রমাণ বা অন্য কোন প্রকার প্রমাণ উপস্থাপনপূর্বক মামলার ফলাফল নিজ পক্ষে প্রমাণ করতে সমর্থ হননি। যদিও লিখিত যুক্তিতর্কে আসামী পক্ষ মহামান্য উচ্চ আদালতের DLR 66 HD পৃষ্ঠা ১০৮ এর একটি সিদ্ধান্ত দাখিল করেন। তবে উহা অত্র ২০০৪ সনের দুর্নীতি দমন কমিশন আইন এর ২৬(২) ধারার সাথে সম্পৃক্ত নহে মর্মে দৃষ্ট হয়। আসামী পক্ষের লিখিত যুক্তিতর্ক পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, দুর্নীতি দমন কমিশন এর অনুসন্ধান কর্মকর্তা সেলিম আহমেদকে সম্পদ বিবরনী দাখিলের জন্য বললে আসামী সেলিম আহমেদ দুর্নীতি দমন কমিশন এর কর্তৃপক্ষ বরাবরে জানান যে, তারা যেন পুলিশ কর্তৃপক্ষ বরাবরে চিঠি প্রদান করেন এবং দুদক পুলিশ কর্তৃপক্ষ বরাবর চিঠি প্রদান না করায় আসামী সেলিম আহমেদ সম্পদ বিবরনী দাখিল করতে পারেননি এবং একই লিখিত যুক্তিতর্কে আসামী সেলিম আহমেদ আরো উল্লেখ করেন যে, তথাপি তিনি বন্ধের মধ্যে চট্টগ্রাম থেকে ঢাকা এসে দুদক অফিসে গিয়ে সম্পদ বিবরণীর বর্ণনা দিলে দুদক অফিস তা রেকর্ড করেন মর্মে লিখিত যুক্তিতর্কে দৃষ্ট হয়। আসামী সেলিম আহমেদ এর দাখিলীয় উপর্যুক্ত বক্তব্যই প্রমাণ করে যে, তিনি দুর্নীতি দমন কমিশন থেকে সম্পদ বিবরনী দাখিলের নোটিশ প্রাপ্তির পরেও নির্ধারিত সময় সীমার মধ্যে সম্পদ বিবরনী দাখিল না করার যথেষ্ট কারণ বিদ্যমান ছিল এমন কোন প্রেক্ষাপট না থাকা সত্ত্বেও যথা সময়ে সম্পদ বিবরণী দাখিল করেননি। কাজেই আসামী পক্ষের ডিফেন্স কেসটি আসামীর জন্য বুমেরাং স্বরূপ। *এমতাবস্থায় আসামী সেলিম আহমেদ, পুলিশ পরিদর্শক দুর্নীতি দমন কমিশন থেকে সম্পদ বিবরনী নোটিশ প্রাপ্তির পরেও যথা সময়ে সম্পদ*

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		বিবরণী দাখিল না করে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ২০০৪ এর ২৬(২)ক ধারার শাস্তিযোগ্য অপরাধ করেছেন মর্মে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত। বিধায় উক্ত আসামী বর্ণিত আইনের ২৬(২) ধারায় শাস্তিপাবার যোগ্য। *অপরদিকে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ২০০৭ এর বিধি ১৭(৩) থেকে দেখা যায় উপবিধি ১ অনুসারে সম্পদ বিবরণী দাখিলের নোটিশ/আদেশ প্রাপ্তির পর নির্ধারিত সময় সীমার মধ্যে যদি কোন ব্যক্তি হিসাব বিবরনী দাখিল করতে সক্ষম না হয় তবে উক্ত সময় সীমা অতিক্রান্ত হবার পূর্বেই সময় বৃদ্ধির জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার নিকট আবেদন করতে পারবে এবং উপবিধি-৪ অনুসারে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা অতিরিক্ত অনধিক ৭ (সাত) কার্য দিবস সময় বৃদ্ধি করতে পারবে। দুর্নীতি দমন কমিশন বিধিমালা ২০০৭ এর বিধিতে কমিশনের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক অতিরিক্ত অনধিক ৭ (সাত) কার্য দিবস বৃদ্ধির পর আর কোন সময় বৃদ্ধির সুযোগ রাখা হয়নি। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, অত্র আসামী সম্পদ বিবরনী দাখিলের নোটিশ প্রাপ্তির পর নির্ধারিত ৭ (সাত) কার্য দিবস সময় সীমার মধ্যে সম্পদ বিবরনী দাখিল করেননি এবং দুর্নীতি দমন কমিশন বিধিমালা ২০০৭ এর বিধি ১৭(৩) অনুসারে অতিরিক্ত সময় বর্ধিতেরও কোন আবেদন করেননি। পূর্বে আরো উল্লেখ করা হয়েছে যে, অত্র আসামী তার লিখিত যুক্তিতর্কে বলেছেন যে, দুর্নীতি দমন কমিশন এর অনুসন্ধান কর্মকর্তা সেলিম আহমেদকে সম্পদ বিবরনী দাখিলের জন্য বললে আসামী সেলিম আহমেদ দুর্নীতি দমন কমিশন এর কর্তৃপক্ষ বরাবরে জানান যে, তারা যেন পুলিশ কর্তৃপক্ষ বরাবরে চিঠি প্রদান করেন এবং দুদক পুলিশ কর্তৃপক্ষ বরাবর চিঠি প্রদান না করায় আসামী সেলিম আহমেদ সম্পদ বিবরনী দাখিল করতে পারেননি এবং একই লিখিত যুক্তিতর্কে আসামী সেলিম আহমেদ আরো উল্লেখ করেন যে, তথাপি তিনি বন্ধের মধ্যে চট্টগ্রাম থেকে ঢাকা এসে দুদক অফিসে গিয়ে সম্পদ বিবরণীর বর্ণনা দিলে দুদক অফিস তা রেকর্ড করেন। কাজেই দুর্নীতি দমন কমিশন অফিস গিয়ে কার নিকট কত তারিখে অত্র আসামী সেলিম আহমেদ সম্পদ বিবরনীর কি বর্ণনা দিয়েছেন এবং তা নোটিশ প্রাপ্তির কত দিন পর বর্ণনা দিয়েছেন লিখিত যুক্তিতর্কে তার কোন কিছু উল্লেখ না থাকায় অত্র আদালতের পক্ষে এরূপ কোন সিদ্ধান্ত নেয়ার সুযোগ নেই যে, উক্ত রেকর্ডকৃত বক্তব্য বিবেচনা করার কোন সুযোগ দুদক এর ছিল কি ছিল না।* *উপরোল্লিখিত আলোচনাসহ মামলার সার্বিক দিক বিবেচনায় অত্র আদালতের নিকট সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, যেহেতু দুর্নীতি দমন*

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		কমিশন এর ইস্যুকৃত ১৮/০৭/২০১৬ খ্রিষ্টাব্দ তারিখ এর সম্পদ বিবরনী দাখিলের নোটিশ আসামী বিগত ২০/০৭/২০১৬ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে প্রাপ্ত হবার পরেও নোটিশ প্রাপ্তির ৭ (সাত) কার্য দিবস সময় সীমার মধ্যে সম্পদ বিবরনী দাখিল না করায় তার বিরুদ্ধে আনীত দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ২০০৪ এর ২৬(২) ধারার অপরাধ সংগঠনের অভিযোগ রাষ্ট্রপক্ষ পরীক্ষিত সাক্ষীদের সাক্ষ্যসহ দাখিলীয় ও প্রদর্শিত কাগজাদি দ্বারা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছেন সেহেতু আসামীকে উক্ত আইনের ২৬(২) ধারার অপরাধ সংগঠনের অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করা হলো। *সে নিরীক্ষে বিচার্য বিষয় সমূহ রাষ্ট্র/দুদক পক্ষের অনুকূলে নির্ধারণ করা গেল।* *অতএব* *আদেশ হয় যে,* *অত্র মামলার উপস্থিত আসামী সেলিম আহমেদ, পুলিশ পরিদর্শক (চট্টগ্রাম রেঞ্জ এ সংযুক্ত), পিতা: মরহুম আবুল হাসেম, স্থায়ী ঠিকানা:- গ্রাম: বালুরচর, বেপারীকান্দি, পো: কোদালপুর, থানা: গোসাইরহাট, জেলা: শরিয়তপুর এবং বর্তমান ঠিকানা:- ১১৪৩, নুরের চালা, কুইন্স গার্ডেন, থানা: ভাটারা, ডিএমপি, ঢাকা এর বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ এর ২৬ (২) শাস্তিযোগ্য ধারার অপরাধ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় উক্ত ধারায় তাকে দোষী সাব্যস্ত পূর্বক ০২ (দুই) বৎসরের বিনাশ্রম কারাদন্ড ও ৩০,০০,০০০/- (ত্রিশ লক্ষ) টাকা অর্থদন্ডে দন্ডিত করা হল।* *বর্ণিত অর্থদন্ডের টাকা রাষ্ট্রের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত হবে।* *অদ্য হতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে আসামীকে উক্ত জরিমানাদন্ডের টাকা রাষ্ট্রের বরাবর জমা প্রদানের জন্য নির্দেশ দেয়া গেল। অন্যথায় উক্ত জরিমানাদন্ডের টাকা The Code of Criminal Procedure 1898 এর ৩৮৬ ধারা মোতাবেক আদায়যোগ্য হবে এবং এ মর্মে জেলা কালেক্টর বরাবর নোটিশ ইস্যু করা হবে।* *আদালতে উপস্থিত দন্ডপ্রাপ্ত আসামীকে সাজা পরোয়ানাসহ জেলখানায় প্রেরণ করা হোক।* *অত্র রায়ের আদেশের অনুলিপি সচিব, দুর্নীতি দমন কমিশন বরাবর প্রেরণ করা হোক।* *আমার কথিত মতে টাইপকৃত ও সংশোধিত।* *স্বা/- অস্পষ্ট* *২৫.০৭.২০১৯ খ্রিঃ* *(শামীম আহাম্মদ)* *বিশেষ জজ (সিনিয়র জেলা ও দায়রা জজ)* *বিশেষ জজ আদালত নং- ৮, ঢাকা।* *স্বা/- অস্পষ্ট* *২৫.০৭.২০১৯ খ্রিঃ* *(শামীম আহাম্মদ)* *বিশেষ জজ (সিনিয়র জেলা ও দায়রা জজ)* *বিশেষ জজ আদালত নং- ৮, ঢাকা।''*

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮

গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		নথি নং- দুদক/বিঃ অনুঃ তদন্ত-১/ মাঃ লঃ প্রঃ/১১-২০১৬ এর অনুসন্ধানে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে কমিশনের নিকট স্থির বিশ্বাস জন্মায় যে, আসামী আপীলকারী জ্ঞাত আয় বহির্ভুত সম্পদের অধিকারী। ফলশ্রুতিতে, দুর্নীতি দমন কমিশন প্রধান কার্যালয় ঢাকার স্মারক নং দুদক/বিঃ অনুঃ তদন্ত-১/ মাঃ লঃ প্রঃ/১১-২০১৬/২৯৬৬৭ তারিখ ১৮.০৭.২০১৬ মূলে আসামী আপীলকারীকে উক্ত অবৈধ জ্ঞাত আয় বহির্ভূত সম্পদের মূলে আসামী আপীলকারী যাবতীয় স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির বিবরণী পরবর্তী আদেশ প্রাপ্তির ৭ কার্যদিবসের মধ্যে দুর্নীতি দমন কমিশন দাখিল করা নোটিশটি জারিকারক জনাব মোঃ ছানাউল হক, জনাব মোঃ আবদুল জলিল মন্ডল এর উপস্থিতিতে বিগত ২০.০৭.২০১৬ তারিখে আসামী আপীলকারী স্বাক্ষর করে গ্রহণ করেন। সম্পদ বিবরণী দাখিলের উপরিল্লিখিত নোটিশটি প্রাপ্তির ৭ কর্ম দিবসের বিগত ইংরেজী ২.৮.২০১৬ তারিখের অতিক্রম হওয়ার পরও আসামী সেলিম আহমেদ দাখিল না করায় শাস্তিযোগ্য অপরাধ করেছেন হেতু অত্র মোকদ্দমা। **দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ এর ধারা ২৬(২)(ক) মোতাবেক ২৬(১) এর নোটিশ প্রাপ্ত হওয়ার পর-** **(১) লিখিত বিবৃতি বা তথ্য প্রদানে ব্যর্থ হলে;** **(২) লিখিত বিবৃতি বা তথ্য ভিত্তিহীন বা মিথ্যা হলে;** **দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ এর ধারা ২৬(২)(খ) মোতাবেক ২৬(১) এর নোটিশ প্রাপ্ত হওয়ার পর-** **(১) বই, হিসাব, রেকর্ড, ঘোষণাপত্র বা রিটার্ন-এ বর্ণিত বিবৃতি ভিত্তিহীন ও মিথ্যা হলে;** **(২) উপধারা-১ এর অধীন দাখিলকৃত দলিল পত্রে ভিত্তিহীন বা মিথ্যা তথ্য প্রদান করা হলে;** **তিন বৎসর কারাদন্ড বা অর্থদন্ড বা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হবে।** **উপরিল্লিখিত ধারা ২৬ পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যালোচনায় এটি স্পষ্ট প্রতীয়মান যে, কোন ব্যক্তির বৈধ উৎসের সহিত অসংগতিপূর্ণ সম্পত্তির দখলে রয়েছেন বা মালিকানা অর্জন করেছেন মর্মে কমিশন কর্তৃক সন্তুষ্ট হলে কমিশন লিখিত আদেশ দ্বারা উক্ত ব্যক্তিকে নির্ধারিত পদ্ধতিতে সম্পদ বিবরণী দাখিলের নির্দেশ দিতে পারবেন। কিন্তু উপরিল্লিখিত ধারা ২৬ এবং Anti Corruption**

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

Commission Rules 2007 পর্যালোচনায় এটি প্রতীয়মান যে, উক্ত সম্পদ বিবরনী দাখিলের বিবরণ কত দিনের মধ্যে কমিশনে দাখিল করতে হবে তার কোন সময় নির্ধারন করে দেওয়া হয় নাই। তবে ফরম-৫ এ ০৭ (সাত) কার্যদিবসের কথাটি বলা আছে। উক্ত ফরম-৫ এ বর্নিত সময় তথা ০৭ (সাত) কার্যদিবসটি কমিশন অনুসরন করছে প্রতীয়মান।

গুরুত্বপূর্ণ বিধায় Anti Corruption Commission Rules 2007 এর ফরম- ৫ নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ

ফরম-৫

সম্পদ বিবরণী
[বিধি ১৭(১) দ্রষ্টব্য]
দুর্নীতি দমন কমিশন
প্রধান কার্যালয়
১, সেগুন বাগিচা, ঢাকা।

স্মারক নং- ***তারিখঃ***

আদেশ

যেহেতু প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে অনুসন্ধান করিয়া দুর্নীতি দমন কমিশনের স্থির বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, আপনি জনাব --------- আপনার জ্ঞাত আয়ের বহির্ভূত স্বনামে/বেনামে বিপুল পরিমাণ সম্পদ/সম্পত্তির মালিক হইয়াছেন।

সেহেতু, দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ (২০০৪ সনের ৫নং আইন) এর ধারা ২৬ এর উপ-ধারা (১) দ্বারা অর্পিত ক্ষমতাবলে আপনি জনাব ---------- কে আপনার নিজের, আপনার স্ত্রীর/স্বামী আপনার উপর নির্ভরশীল ব্যক্তিবর্গের স্বনামে/বেনামে অর্জিত যাবতীয় স্থাবর/অস্থাবর সম্পদ/সম্পত্তি, দায়-দেনা, আয়ের উৎস ও উহা অর্জনের বিস্তারিত বিবরণী অত্র আদেশ প্রাপ্তির ৭ (সাত) দিনের মধ্যে এতদসঙ্গে প্রেরিত কমিশনের ছকে দুর্নীতি দমন কমিশনের সচিব বরাবরে দাখিল করিতে আদিষ্ট হইয়া নির্দেশ দেওয়া যাইতেছে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পদ বিবরণী দাখিল করিতে ব্যর্থ হইলে অথবা মিথ্যা বিবরণী দাখিল করিলে উপরোক্ত আইনের ধারা ২৬ এর উপ-ধারা (১) মোতাবেক আপনার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

সংযুক্তঃ বর্ণনামতে।

উপ-পরিচালক
দুর্নীতি দমন কমিশন

প্রাপকঃ ----------

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		এস.আর. ও নং ২৬৫-আইন/২০০৭, তারিখঃ ২৬ নভেম্বর, ২০০৭ দ্বারা সন্নিবেশিত। **উপরিল্লিখিত ফর্ম ৫ (পাঁচ) মোতাবেক আদেশ প্রাপ্তির ০৭ (সাত) দিনের মধ্যে সম্পদ বিবরণী দাখিলের কথা বলা হয়। যা পরবর্তীতে এস.আর.ও নম্বর-২১০-আইন/২০১৯ তারিখ- ২০শে জুন, ২০১৯ দ্বারা ২১ কার্যদিবস করা হয়।** **অর্থাৎ ২০০৭ সনের ফর্ম-৫এ ৭ কার্যদিবসের মধ্যে সম্পদ বিবরণী দাখিলের যে কথা বলা হয়েছিল তা যে অযৌক্তিক ছিল তারই প্রমাণ ২০১৯ সালের এস.আর.ও যাতে ৭ কার্যদিবস থেকে ২১ কার্যদিবস করা হয়।** **যেহেতু আপীলকারী চট্টগ্রামে থাকে এবং যেহেতু সম্পদ বিবরণী ঢাকায় দাখিল করতে হবে ফলে ৭ কর্ম দিবসে সেটি কোন ভাবেই সম্ভব নয় বিধায় ৭ কর্মদিবসের সময়সীমাটি যেমনি অযৌক্তিক তেমনি আইনের স্বাভাবিক প্রক্রিয়ার পরিপন্থি।** **একজন ব্যক্তিকে সম্পদ বিবরণী দাখিল করতে বলা হলে তিনি স্বভাবতই তাহার দখলে এবং মালিকানায় যাবতীয় সম্পদের দখল এবং মালিকানা সংশ্লিষ্টতার যাবতীয় দলিল পত্র প্রথমে সংগ্রহ করতে হবে। এই সংগ্রহ কোন ব্যক্তির পক্ষেই সাত দিনে সম্ভব নয়। দলিল পত্র সাধারনত সকলের নিকট গুছানো এবং প্রস্তুত অবস্থায় থাকে না। ফলে কোন সাধারণ লোকের পক্ষেই সাত দিনে দলিল পত্র সংগ্রহ করা সম্ভব হয় না, দাখিলতো আরো সময়ের ব্যাপার। কারণ তাকে প্রত্যেকটি দলিল এবং দখলের বিষয়গুলি দেখেশুনে যন্তসহকারে প্রস্তুত করতে হবে। অন্যথায় ভুল হলে মিথ্যা তথ্য প্রদানের অভিযোগ আনয়ন করা হবে।** **কন্সটেবল ৩৯৪ মোঃ ছালাউল হক নোটিশ জারী করে রিপোর্ট দিয়েছেন। উক্ত রিপোর্টে উল্লেখ নাই কোথায় জারী করা হয়েছে। আ.ফ.ম বেলাল হোসেন পি, ডাব্লিউ- ৪ হিসেবে তার জবানবন্দিতে বলেন যে, তিনি বিগত ইংরেজী ২০.০৭.২০১৬ তারিখে কন্সটেবল মোঃ ছানাউল হক এবং কন্সটেবল আব্দুল জলিল মন্ডল এর সাথে আসামী সেলিম আহমেদ এর সম্পদ বিবরণী নোটিশ জারীর জন্য সেলিম আহমেদের বাসায় যান। তার উপস্থিতিতে আসামী স্বাক্ষর দ্বারা নোটিশ গ্রহণ করেন। কিন্তু তিনিও বলেন নাই আসামীর কোন ঠিকানার বাসায় গিয়েছিলেন। সুতরায় এটি প্রতীয়মান যে, সাক্ষীগণ আসামীর কোন ঠিকানার বাসায় গিয়ে সমন জারী করেছেন তা প্রমাণ করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছেন। ফলে আইনত ভাবে সমন জারীর বিষয়টি প্রতীয়মান হয় না।** **আসামী আপীলকারী স্বীকৃত মতে চট্টগ্রাম রেঞ্জের পুলিশ পরিদর্শক হিসেবে**

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		কর্মরত ছিলেন। **আ.ফ.ম বেলাল হোসেন পি, ডাব্লিউ- ৪ হিসেবে তার জেরায় বলেন যে, আসামীর প্রতি নোটিশ ইস্যু করেন বেনজির, উপ-পরিচালক, দুদক এবং সিরাজুল সাহেব। পরে বলেন যে, সিরাজুল সাহেব স্বাক্ষর করেন। নোটিশ জারী করতে তিনি, মোঃ ছানাউল হক, জলিল মন্ডল তিনজন যান। আসামীর বাসায় নোটিশ জারী করতে যান।** **নোটিশ জারীর বিষয়ে আইনে কোন পদ্ধতি বলা হয় নাই। সাধারণত পোষ্টাল বিভাগের মাধ্যমে নোটিশ পাঠানোর নিয়ম। কিন্তু বর্তমান মোকদ্দমায় দুদকের কন্সটেবল আ. ফ. ম বেলাল হোসেন, মোঃ ছানাউল হক এবং জলিল মন্ডল ঢাকা হতে আসামীর চট্টগ্রামের বাসয় যান যা অস্বাবিক। কারন তিন জন কন্সটেবল নোটিশ জারী করার জন্য ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম যাওয়া শুধু অস্বাভাবিকই নয় বরং সন্দেহের অবতারণা করে। যে নোটিশটি পোষ্টাল ডিপার্টমেন্ট এর জারী করার দায়িত্ব সেই নোটিশটি পোষ্টাল ডিপার্টমেন্টকে পাশ কাটিয়ে দুদকের হেড অফিস, ঢাকা অফিসের কর্মরত তিন জন কন্সটেবলকে পাঠানো যেমনি আইনের নীতির পরিপন্থী তেমনি সন্দেহজনক।** **আপীলকারী ২৬(১) ধারার নোটিশ প্রাপ্ত হয়ে সম্পদ বিবরণী দাখিল না করলেও তদন্ত চলাকালীন সময়ে তদন্তকারী কর্মকর্তার নিকট মোখিক ভাবে দাখিল করেছেন এবং তদন্তকারী কর্মকর্তা সম্পদ বিবরণীর মৌখিক বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন। যা পি. ডাব্লিউ-১ তার সাক্ষ্যে বলেন। উক্ত সম্পদ বিবরণী মৌখিক ভাবে প্রাপ্ত হয়ে আপীলকারীর জ্ঞাত আয় বর্হিভুত কোন প্রকার সম্পদ এর সন্ধান না পাওয়ার কারনে অদ্য পর্যন্ত আপীলকারীর বিরুদ্ধে অসাধু উপায়ে অর্জিত সম্পত্তির কোন মোকদ্দমা আপীলকারীর বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন কমিশন দাখিল করতে সক্ষম হন নাই।** **সম্পদ বিবরণী দাখিলের নোটিশের জবাব প্রদান না করলে দুদক যদি অবৈধ সম্পদের তথ্য পেয়ে থাকে তবেই দুদক ২৬(১) এবং ২৭(২) ধারায় মোকদ্দমা করতে পারবে। কেবলমাত্র তথ্য বিবরণী দিল না অপরদিকে দুদকও কোন অবৈধ সম্পদ পেল না সেক্ষেত্রে ধারা ২৬(১) এর মামলা চলবে না। মামলা তখনই চলবে যখন ধারা ২৭(১) এর উপাদান পাওয়া যাবে। তখন উক্ত আসামীর বিরুদ্ধে দুটি অপরাধেরই বিচার হবে। এককভাবে ধারা ২৭(১) এর মামলা দায়ের করা যাবে। কিন্তু এককভাবে ধারা ২৬(১) ধারায় মামলা দায়ের করা যাবে না। তবে ধারা**

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		২৭(১) এর উপাদান পাওয়া গেলে ধারা ২৭(১) এর সাথে ধারা ২৬(১) এর মামলা দায়ের করা যাবে। **অর্থাৎ অবৈধ উপায়ে অর্জিত সম্পদের কোন প্রমান না পেলে দুদক যেমনটি ২৭(২) ধারার মোকদ্দমা দাখিল করতে পারেনা, তেমনি ২৬(১) ধারার মামলাও আপনা আপনি বাতিল হয়। অর্থাৎ শুধুমাত্র ২৬(১) ধারার মোকদ্দমা আইনত চলার এখতিয়ার নাই। ২৬(১) ধারার মোকদ্দমা কেবলমাত্র তখন দায়ের করা যাবে যখন উক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে ২৭(১) ধারার উপাদান পেয়ে মামলা রুজু হবে।** **দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ এর ধারা ৮ মোতাবেক অনুসন্ধান চলাকালে অভিযুক্ত ব্যক্তির তথা আসামী আপীলকারীর বক্তব্য শ্রবণ করার আইনী বাধ্যবাধকতা থাকলেও তা করা হয় নাই। আপীলটি মঞ্জুরযোগ্য।** অতএব, আদেশ হয় যে, অত্র ফৌজদারী আপীলটি মঞ্জুর করা হলো। বিজ্ঞ বিশেষ জজ (সিনিয়র জেলা ও দায়রা জজ), বিশেষ জজ আদালত নং-০৮, ঢাকা কর্তৃক বিশেষ মোকদ্দমা নং ০৩/২০১৮ (মেট্রো বিশেষ মামলা নং ৪৫/২০১৭, রমনা মডেল থানার মামলা নং ৪২, তারিখ ২২.০৮.২০১৬, এ,সি,সি, জি,আর, নং ৩৬১/২০১৬ হতে উদ্ভূত)-এ আসামী মোঃ সেলিম আহমেদ, পুলিশ পরিদর্শক (চট্টগ্রাম রেঞ্জে সংযুক্ত) এর বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ এর ২৬(২) ধারার অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করে ০২ (দুই) বছর বিনাশ্রম কারাদন্ডসহ ৩০,০০,০০০/- (ত্রিশ লক্ষ) টাকা অর্থদন্ড প্রদানের বিগত ইংরেজী ২৫.৭.২০১৯ তারিখের রায় ও দন্ডাদেশ এতদ্বারা বাতিল করা হলো। আপীলকারীকে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ এর ২৬(২) এর অভিযোগ থেকে অব্যাহতি পূর্বক খালাস প্রদান করা হলো। আপীলকারীকে এবং তার জামিনদারকে জামিননামার দায় হতে অব্যাহতি প্রদান করা হলো। অত্র রায়ের অনুলিপিসহ অধঃস্তন আদালতের নথি সংশ্লিষ্ট আদালতে দ্রুত প্রেরন করা হউক। (বিচারপতি মোঃ আশরাফুল কামাল)

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

দ্রষ্টব্য ঃ- কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।
সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।